NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের 'কাজল' হয়েই রয়ে গেলেন!

বিজেপি আদর্শহীন, আমাদের মত লোকের জায়গা নেই: হরকালী ৬

কলকাতা ২৯ অক্টোবর ২০২৩ ১১ কার্তিক ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 29.10.2023, Vol.17, Issue No. 136, 8 Pages, Price 3.00

আপাতত স্থিতিশীল জ্যোতিপ্রিয়, সোমবার রিপোর্ট জমা আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন বণ্টন দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুর শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল। শনিবার সন্ধ্যার বুলেটিনে এমনটাই জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁর কী কী রোগ ধরা পড়েছে, কী কী পরীক্ষা করা হয়েছে, তা বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে ওই বুলেটিনে।

বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বালুকে। তিনি সুগারের রোগী। শুক্রবার তাঁকে ইডি গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করালে, সেখানেই শুনানি চলাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আদালত থেকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, বালুর হাইপারগ্লাইকেমিয়া (রক্তে অত্যধিক শর্করা), রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট (কিডনির অসুখ), ডাইসিলেক্ট্রোলিটেমিয়া, প্রি-সিঙ্কোপ (সংজ্ঞা হারানোর অনুভূতি) ইত্যাদি রোগ ধরা পড়েছে। সেই অনুযায়ী চলছে চিকিৎসা। এ ছাড়া, হাইপারটেনশনও রয়েছে মন্ত্রীর।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বালুর 'হল্টার মনিটরিং' শুরু করা হয়েছে শনিবার। হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা এর মাধ্যমে অনবরত নজরে রাখা হয়। হৃদ্‌স্পন্দন কোন মাত্রায় রয়েছে, তা পরীক্ষার জন্য হল্টার মনিটরিং করা হয়। এটি দীর্ঘ একটি শারীরিক পরীক্ষা। এ ছাড়া, সোমবার জ্যোতিপ্রিয়ের হৃদ্‌যন্ত্রের কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখা হবে। সে দিন 'টিল্ট টেস্ট' করার পরিকল্পনা রয়েছে চিকিৎসকদের। হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা আছে কি না, তা বুঝতে এই পরীক্ষা করা হয়। সোমবারই জ্যোতিপ্রিয়ের শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট ব্যাঙ্কশাল আদালতে জমা দিতে হবে ইডিকে। কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে খবর, রবিবার তাদের কোনও আধিকারিক হাসপাতালে বালুর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে যেতে পারেন।

এদিকে, শনিবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দায়িত্ব নিতে চায়নি কমান্ড হাসপাতাল। আদালত সূত্রে খবর, মন্ত্রীকে অন্য যে কোনও হাসপাতালে শিফট করার জন্য শনিবার আদালতে পৃথক একটি আবেদন জানানো হয় কমান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। এই প্রসঙ্গে কমান্ড হাসপাতালের আইনজীবী আদালতে এও জানান, 'আমরা ওভার বার্ডেনড'। আর সেই কারণেই কমান্ড হাসপাতালের আইনজীবী আদালতে আর্জি জানান, যাতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরই পাশাপাশি কমান্ড হাসপাতালের কর্নেল বিচারকের উদ্দেশে বলেন, 'কমান্ড হাসপাতাল নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির জন্য বেঁধে দেওয়া আছে। সেনাবাহিনী ও তার পরিবারের জন্য এই হাসপাতাল চিহ্নিত। সীমান্তে যাঁরা সেবা দিচ্ছেন দেশকে, তাঁদের সেবার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে আগে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওডিশায়।' উল্লেখ্য, এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে এসএসকেএম থেকে ভুবনেশ্বর এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আপাতত বাইপাসের পাশে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

১১ নভেম্বর পর্যন্ত জেল বাকিবুরের, মিলল টলিউড যোগও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত জেল হেপাজতে রেশন দুর্নীতিতে ধৃত বাকিবুর রহমান। আগামী ১১ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ব্যাঙ্কশাল আদালতের বিচারক। জেলে গিয়ে বাকিবুরকে জেরা করতে পারবে ইডি। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আপ্ত সহায়ক অমিত দে ছাড়াও তাঁর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিৎ দাসকেও শনিবার তলব করে ইডি। উল্লেখ্য, তাঁর হাওড়ার ব্যাটরার বাড়ি থেকে একটি মেরুন ডায়রি মিলেছিল। তাতে রয়েছে কোটি-কোটি টাকা লেনদেনের হিসেব। মনে করা হচ্ছে, তা নিয়েই এদিন অভিজিৎ দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা। অন্যদিকে, ইডি সূত্রে খবর, এবার রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের সঙ্গেও পাওয়া গেল টলিউড লিঙ্ক। সিনেমায় টাকা ঢেলেছিলেন বাকিবুর। ধৃত প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছিল সিনেমা। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্তদের সঙ্গেও পাওয়া গিয়েছিল টলিউড কানেকশন। আর দুর্নীতির সঙ্গে টলিউডের এই যোগাযোগ বারবার সামনে এসে পড়ায় তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে বঙ্গের বিভিন্ন মহলে। এদিকে ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, এই বাকিবুর রহমান রেশনের সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি করে বিপুল সম্পত্তির পাহাড় বানিয়েছেন বলে অভিযোগ। আবার রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গেও তাঁর একাধিক যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ইডির তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা দুই কাণ্ডজে কোম্পানির প্রায় ১৬ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে তারা। এই দু'টি কোম্পানি বাঁকুড়ার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পরিবার বা ঘনিষ্ঠদের নামে থাকা দুই সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রায় ১৬ কোটি টাকা রয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর। এই মামলায় এই প্রথম মোটা অঙ্কের টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি।

বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্কে কেন্দ্রকে পরামর্শ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বভারতীর বিতর্কিত ফলক সরিয়ে নেওয়ার জন্য এ বার কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বার্তা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন নিজের এক্স হ্যান্ডলে। সেখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান কর্তৃপক্ষকে কটাক্ষের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এই ফলককে 'অহংকারী, আত্ম-প্রদর্শনবাদের নিদর্শন' হিসাবে অভিহিত করে কেন্দ্রকে তা সরানোর পরামর্শ দিয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডলে মমতা পোস্ট করেন। সেখানে লেখেন, 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে যে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র; বিশ্বভারতীকে তৈরি করেছিলেন বর্তমানে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। কিন্তু বর্তমান কর্তৃপক্ষ সেই স্থানের স্মারক হিসাবে যে ফলকটি বসিয়েছেন, তাতে উপাচার্যেরও নাম রয়েছে, বাদ কেবল গুরুদেবের নাম!' মুখ্যমন্ত্রীর মতে এটি রবীন্দ্রনাথের অপমান। বার্তার শেষ দিকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ, এই অহংকারী, আত্মপ্রদর্শনবাদের নমুনাটিকে সরিয়ে দেওয়া হোক এবং গুরুদেবকে যাতে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেশ

জানাতে পারে, তার ব্যবস্থা হোক।' একই দিনে বোলপুরে তৃণমূলের প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে স্থানীয় নেতা গদাধর হাজরার হুঁশিয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিলে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে বীরভূম ছাড়া করতে তাঁর পাঁচ মিনিটও লাগবে না। উপাচার্য বিদ্যুৎকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি। আমরা ইচ্ছে করলে, আপনি যেখানে বাস করছেন সেখান থেকে আপনাকে বার করতে আমাদের পাঁচ মিনিট লাগবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন ধর্না করতে। তাই আন্দোলন করছি। নেত্রী যদি একবার নির্দেশ দেন, আপনি যে ঘরে বাস করছেন, সেখান থেকে টেনে বার করে বোলপুর থেকে বার করতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না।'

প্রাক্তনের গ্রেপ্তারিতে পথে নামলেন বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা অধুনা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারির নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে তৃণমূল। স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে মিছিল করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তাঁর দাবি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বকেয়ার জন্য যে আন্দোলন করছেন, তাতে বিজেপি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই প্রতিহিংসার বশে তৃণমূলের নেতা এবং মন্ত্রীদের বাড়িতে ইডি এবং সিবিআইকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শনিবার মধ্যমগ্রাম শহর তৃণমূলের তরফে মিছিল বার করা হয়। তার সামনে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন। বস্তুত, জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে হানা দেওয়ার আগে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছে ইডি। টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে খাদ্যমন্ত্রী রথীনকে। তবে সেটা পুরসভা সংক্রান্ত মামলায়। রেশন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয়ের গ্রেফতারি নিয়ে বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী বলছেন, 'এটা বিজেপির চক্রান্ত।' মিছিল থেকে রথীন প্রশ্ন তোলেন, 'একশো দিনের কাজ এবং আবাস যোজনা নিয়ে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলন করছিলেন, তার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কি এই সব গ্রেপ্তারি?' এর জবাবও তিনি নিজে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিজেপি সিবিআই এবং ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে আমাদের লোকেদের হয়রান এবং হেনস্থা করছে। এর প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন করছি।'

কোজাগরীতে নতুন কবিতা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পায়ের সমস্যা লক্ষ্মী পুজোতেও ঘরবন্দি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঘরবন্দি থাকাকালীনই তিনি লদীপুজোয় লিখে ফেললেন দীর্ঘ কবিতা, 'আমার লক্ষ্মী'। বঙ্গের নারীশক্তিকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁর এই কবিতা। 'আমার লক্ষ্মী' নামের দীর্ঘ কবিতাটি মোট ২৪ লাইনের। নানা ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার কন্যাদের কৃতিত্ব, তাঁদের সাফল্য সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজস্ব শক্তিতে ঘরের মেয়েরা কীভাবে বিশ্বজয়ও করেন, সেই কাহিনি উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর কবিতায়। একজন নারী হিসেবে তিনিই তো সবচেয়ে ভালোভাবে নারীশক্তির কথা তুলে ধরেছেন।

আমার নাম বলতে প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে চাপ দিচ্ছে ইডি: সুজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দিনই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন রাজ্যের আর এক মন্ত্রী সুজিত বসু। শনিবার লেকটাউনের এক পথসভায় দমকলমন্ত্রী সুজিতের দাবি, তাঁর নাম বলিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁরই প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে চাপ দিচ্ছেন ইডি আধিকারিকের। পথসভায় সুজিত বলেন, 'নিতাই আমার আপ্তসহায়ক ছিল। প্রথম বার কাউন্সিলর হয়েছে, এখন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছে। ওর বাড়িতে গিয়ে ১২ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি করেছে, কিছুই পায়নি। তার পর এখন আমার নাম বলার জন্য ওর ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'শুধু বলছে সুজিত বসুর নামটা বলে দাও, লিখে দাও, তোমাকে ছেড়ে দেব। এটা কী ধরনের অত্যাচার!' পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে পুজোর আগেই দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। প্রায় ১২ ঘণ্টা তাঁর বাড়িতে থেকে নিতাইকে জেরা করেছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। শনিবার সেই প্রসঙ্গ টেনেই ইডির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছেন বিধাননগর বিধায়ক। সুজিত নিজেও দীর্ঘ দিন দক্ষিণ দমদম পুরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। পরে ভাইস চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। বিধাননগরের বিধায়ক হওয়ার পরও দীর্ঘ দিন সেই পদে ছিলেন তিনি। পরে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর পুরসভার পদ ছেড়ে দেন সুজিত। ইডির এমন আচরণের কারণ প্রসঙ্গে দমকলমন্ত্রী বলেন, 'ঠিক যে সময় ১০০ দিনের কাজের টাকার বকেয়া নিয়ে আন্দোলন জোর হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রকে চাপে ফেলছেন, তখনই বিজেপি চাইছে এজেন্সির মাধ্যমে আমাদের নেতাদের ধরপাকড় করে আন্দোলনকে ব্যাহত করতে।'

কোজাগরীর আরাধনা...

সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যর বাড়িতে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হল কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো। ছবি-অদিতি সাহা

স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে গৃহীত নয় দণ্ড সংহিতার খসড়া

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' জোটে থাকা অন্য রাজনৈতিক দলের সাংসদদের তীব্র আপত্তিতে পিছিয়ে গেল কেন্দ্রের আনা দণ্ড সংহিতার নতুন তিনটি বিলের খসড়া গ্রহণের প্রক্রিয়া। সূত্রের খবর, শুক্রবার সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তিনটি বিলের খসড়া গৃহীত হওয়ার কথা ছিল। তবে বৈঠকের শুরুতেই কমিটির সদস্য, ইন্ডিয়া জাটের সাংসদরা প্রশ্ন তোলেন, কেন বিল নিয়ে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে? এরপরেই তিন মিনিটের মধ্যে বৈঠক শেষ করে দেন কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ব্রিজ লাল। কমিটির আগামী বৈঠক ৬ নভেম্বর। ওইদিন খসড়া গৃহীত হবে বলেই আপাতত ঠিক হয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হোক, আর তিন মাস সময় নিয়ে আলোচনা হোক এবং তাড়াহুড়ো করে নয় কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে যুক্ত আইন তৈরির জন্য আরও সময় ও আরও বিশেষজ্ঞদের মত নেওয়া হোক। তৃণমূলের এক সাংসদের কথায়, পুরোনো যে আইনগুলি বাতিল করে নতুন বিল আনার কথা বলা হয়েছে তা আসলে পুরোনো বিলের ৯৩.৫ শতাংশ কপি পেস্ট। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রথম দিন থেকেই কমিটির বৈঠকে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তৃণমূলকে। বিলগুলির উপর আপত্তি জানানোর (ডিসেন্ট নোট) সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে যাতে বিরোধীদের আপত্তিগুলো উল্লেখ থাকতে হবে। ভারতীয় সাক্ষ্য বিল নিয়ে তৃণমূলের দেওয়া বেশ কয়েকটি পরামর্শ বিলের খসড়ায় জোড়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয় তৃণমূল। বৈঠকের পরে কমিটির সদস্য তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আমাদের দাবি বিল বাতিল করতে হবে। সাতদিনে কোনও কাজ হবে না। তিন মাস পরে দেখা যাবে। তাড়াহুড়ো করে সবকিছু করা হয়েছে। ঠান্ডা ঘরে বসেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। আরও লোকের সঙ্গে কথা বলার দরকার রয়েছে।'

ইজরায়েলের বিমান হানায় খতম হল হামাসের বায়ুসেনা প্রধান

তেল আভিভ, ২৮ অক্টোবর: গত দুদিন ধরে গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলের সেনা। গুঁড়িয়ে দিচ্ছে একের পর এক হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর ঘাঁটি। এবার ইজরায়েলি সেনার হামলায় নিহত হল হামাসের বায়ুসেনা প্রধান। এই জিহাদির তত্ত্বাবধানেই আকাশ পথে হামলা চালাত জঙ্গিরা।

ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের তরফে জানানো হয়েছে, গাজায় শুক্রবার রাতভর অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। সেখানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তীব্র লড়াই হয় জঙ্গিদের। ওই সংঘর্ষেই যুদ্ধবিমানের আক্রমণে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর বায়ুসেনা প্রধান আসেম আবু রাকাবাকে খতম করা হয়েছে। গত ৭ অক্টোবরের হামলায় এই জিহাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাকাবার তত্ত্বাবধানেই প্যারাগ্লাইডিং করে জঙ্গিরা ইজরায়েলে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ড্রোন হামলা চালিয়েছিল। তবে এই সংঘর্ষে ইজরায়েলের সেনার কেউ আহত হননি বলে জানিয়েছে আইডিএফ।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর ইজরায়েলের বোমায় খতম হয়েছিল রাকাবার আগে হামাসের বায়ুসেনা প্রধান পদে থাকা মুরাদ আবু মুরাদ। যার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'এইভাবেই সব শত্রুদের বধ করা হবে। এই তো সবে শুরু।' এই মুরাদই ইজরায়েলের বুকে হামাসের হামলা চালানোর মূল চক্রী ছিল।

উল্লেখ্য, উত্তরাঞ্চলের পর এবার গাজার মধ্য এলাকায় ঢুকে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলের সেনা। এই অভিযানে বেশ কয়েকজন হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি করেছে নেতানিয়াহু প্রশাসন। তবে অভিযান সেরে ফের ইজরায়েলে ফেরত গিয়েছে এই বিশেষ বাহিনী। হামাসকে রুখতে বানানো হচ্ছে নতুন ধরনের স্পঞ্জ বোমা।

অফিসে আসতেন বাকিবুর, দাবি আপ্তসহায়ক অমিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন বণ্টন দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুর আপ্তসহায়ক অমিত দে জানালেন, ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান মন্ত্রীর দপ্তরে আসতেন। তবে তিনি নিজে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন বলেই দাবি করেছেন অমিত। শুক্রবারের পর শনিবারও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। সেই মতো সিজিও কমপ্লেক্সে তিনি হাজিরা দেন। প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। ইডি সূত্রে খবর, অমিতের মোবাইল ফোন থেকে নানা রকম তথ্য ঘেঁটে দেখা হয়। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ তিনি ইডি দপ্তর থেকে বেরোন। অমিতকে সিজিও কমপ্লেক্সের বাইরে ঘিরে ধরেন সাংবাদিকেরা। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, 'বাকিবুরকে চিনতেন? মন্ত্রীর বাড়িতে কি তাঁর যাতায়াত ছিল?' উত্তরে অমিত বলেন, 'চিনতাম। বাড়িতে আসতেন না। অফিসে আসতেন।' অমিত আরও বলেন, 'আমি দুর্নীতি নিয়ে কিছু জানি না। আমাকে সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয়নি। আমি যে হেতু ওঁর সঙ্গে থাকি, তাই কিছু জানি কি না, জিজ্ঞেস করা হয়েছে। আমি যতটা জানি, আধিকারিকদের বলেছি।'

সম্পর্ক ভাঙার জন্য দায়ী করে প্রাক্তন প্রেমিকার মাকে খুন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রেমে বাধা হয়েছিলেন প্রেমিকার মা! যার জন্য প্রেমিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। প্রেমিকার মায়ের উপর প্রতিশোধ নিতে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে প্রেমিক! চলতি মাসে বেলুড়ে গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের তদন্তে নেমে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেল বালি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে হাওড়া জেলা আদালত।

হাওড়ার বালি থানাতে গত ১৭ অক্টোবর অভিযোগে জানানো হয়, লিখিত বয়ান অনুযায়ী ১৬ অক্টোবর রাতে বেলুড় ধর্মতলা রোডের একটি বাড়ির একতলার শোয়ার ঘরের মেঝে থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় দীপার দেহ উদ্ধার হয়। গৃহবধূর দ্বিতীয় স্বামী অক্ষয় পাল রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেহটি দেখতে পেয়েছিলেন। ওই বাড়িতেই অক্ষয়বাবুর সঙ্গে ভাড়া থাকতেন দীপাদেবী। অক্ষয়বাবুই পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ফরেনসিকের সাহায্য নিয়ে যে ঘরে দীপাদেবীর দেহ পড়েছিল, সেখানকার নানা নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত নেমেই পুলিশ জানতে পারে, মনোতোষ সেখানে গিয়েছিল।

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বালি থানার আধিকারিকরা জানতে পারেন এই ঘটনাতে মূল সন্দেহের তালিকাতে রয়েছে নিউ টাউন পূর্ব আদর্শ পল্লির বাসিন্দা মনোতোষ মন্ডল (২৩) নামের এক ব্যক্তি। এই মনোতোষ মৃতার বড় মেয়ের প্রাক্তন প্রেমিক ছিল। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ফরেন্সিক তথ্য ও সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে তদন্তকারী আধিকারিকরা আরও নিশ্চিত হয়।

হাওড়া সিটি পুলিশ মনোতোষের মোবাইল ট্র্যাক করে ২৭ অক্টোবর তাকে গ্রেপ্তার করে। মনোতোষের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে তাকে সুন্দরবনের গোদারহাট খোলা পাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত সুন্দরবন হয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে ১০ দিন পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

হাওড়া বিভাগে রেলের কাজ, আজ একাধিক ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বিভাগে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে একাধিক ট্রেনের সময় সূচি বদল করল পূর্ব রেল। রেলের ট্র্যাক, সিগন্যাল ব্যবস্থা, অভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনের পর্যানুক্রমিক রক্ষনাবেক্ষনের কাজের জন্য হাওড়া বিভাগের হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, হাওড়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি, বর্ধমান-হাওড়া, খানা-গুমানি ২৯ অক্টোবর (রবিবার) একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

রবিবার বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা

- হাওড়া থেকে ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৭৩৬৩
- বর্ধমান থেকে ৩৬৮৪২, ৩৬৮৪৪
- ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৭৪৯ কাটোয়া থেকে ৩৭৭৪৮,০৩০৯৫.
- আজিমগঞ্জ থেকে ০৩০৯৬ আরামবাগ থেকে ৩৭৩৬৪

২৯ অক্টোবর সময় সুচির পরিবর্তন

- ১২৩৪৭ হাওড়া থেকে দুপুর ১১.৫৫ মিনিটের বদলে ১২.২৫ মিনিটে ছাড়বে।
- ৩৭৩৬৫ হাওড়া থেকে দুপুর ১.০৫ মিনিটের বদলে দুপুর ১.৩৫ মিনিটে ছাড়বে।
- ১৩১৮৮ রামপুরহাট থেকে দুপুর ২.০৫ মিনিটের বদলে দুপুর ২.৩৫ মিনিটে ছাড়বে।
- ০৩৫৯০ রামপুরহাট থেকে দুপুর ২.২৫ মিনিটের বদলে দুপুর ২.৪৫ মিনিটে ছাড়বে।

নিয়ন্ত্রিত হওয়া ট্রেনের তালিকা

- ১৩০১৫ হাওড়া - জামালপুর কবি গুরু এক্সপ্রেস ৫০ মিনিট নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ০৩১১২ গোড্ডা - শিয়ালদহ মেমু স্পেশাল ৬০ মিনিট নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৩৭৩৬১/৩৭৩৬২ হাওড়া - আরামবাগ - হাওড়া লোকাল তারকেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াত করবে। যাত্রীদের অসুবিধা হওয়ার জন্য পূর্ব রেল দুঃখ প্রকাশ করেছে।

কলকাতাতে পূর্ব রেলের দশম রোজগার মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশে আরও বেশি বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে ৫১ হাজার নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। শনিবার কলকাতায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'ঐতিহাসিক নিয়োগ ড্রাইভ' রোজগার মেলার দশম ধাপ চালু হল।

শনিবার কলকাতার ডক্টর বি.সি. রায় অডিটোরিয়ামে পূর্ব রেলের রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক সুমিত সরকার, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার জরিনা ফিরদৌসি, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দীপক নিগম, শিয়ালদহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেন, 'বেকারদের কর্ম সংস্থান করা দেশের বর্তমানে সবচেয়ে অগ্রাধিকারের বিষয়। এই দশম রোজগার মেলা পর্যন্ত মোট ৬ লক্ষ ৩০ হাজার বেকারদের কর্ম সংস্থান করা হয়েছে। দশম রোজগার মেলাতে পূর্ব রেলের ৩৬২৪ জনকে কর্ম সংস্থান করা হল। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের হাতে তাদের নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়। শনিবার ২১৪ জন উপস্থিত থাকলেও ২৫ জন নতুন কর্ম প্রার্থীদের হাতে সরাসরি নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I Sorifa Begam D/o. Sukuruddin Sk. Vill- Choa Purbapara, P.O.- Choa, P.S.- Hariharpara Dist. Murshidabad. W.B. 742182, declare that my actual name Sorifa Begam and wrong name Sarifa Khatun, previous pass port No. M 7818575 my name recorded as Sarifa Khatun. Sorifa Begam and Sarifa Khatun is same person vide an affidavit before the Ld. S.D.E.M. (S) court. Berhampore. MSD on 12-10-2023.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

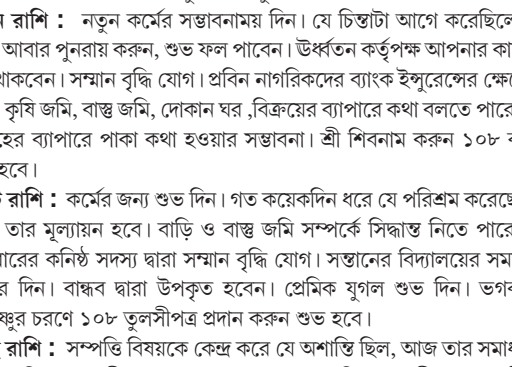

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে অক্টোবর। রবিবার, ১১ কার্তিক । প্রতিপদ তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ ।

মেষ রাশি : আজ এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয় ।হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর ,বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ।পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ ।আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা ।ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্লপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে। বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রেশন বণ্টন প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনতে জোর

গ্রাহকদের ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন বণ্টন প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনতে রাজ্যে সরকার সব রেশন গ্রাহকের ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পূর্ণ করার ওপর জোর দিচ্ছে। রাজ্যের খাদ্য দপ্তরকে এব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ সক্রিয় রেশন গ্রাহক রয়েছেন। এর মধ্যে দু-কোটির কাছাকাছি গ্রাহকের এখনো ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ হয়নি বলে জানা গিয়েছে। আধার তথ্য আপডেট না-থাকা বা শারীরিক অসুবিধার কারণে তাঁদের ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করা যায়নি। রেশন গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে ডিলারদের মাধ্যমে এই সব গ্রাহকদের ই-কেওয়াইসি করার জন্য নবন্নের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেশন বণ্টন ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা আনতেই এই উদ্যোগ।

গ্রাহকের আধারের বায়োমেট্রিক যাচাই করে ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। নবান্ন সূত্রের খবর, গ্রাহকদের একটা বড় অংশকে আধার নম্বর দেওয়া হলেও তাঁদের ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ হয়নি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখন রেশনে খাদ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশের বেশি লেনদেন আধারের বায়োমেট্রিক যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হচ্ছে। পরিবারের একজন সদস্যের ই-কেওয়াইসি করা থাকলেও তিনি বাকি সদস্যদের জন্য বরাদ্দ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন। পরিবারের কোনও লোকের ই-কেওয়াইসি করা না-থাকলেও এটা সম্ভব। কিন্তু সরকার পরিবারের সকল সদস্যেরই ই-কেওয়াইসি করে নিতে চাইছে। কোনও পরিবারের যেসব সদস্যের ই-কেওয়াইসি হয়নি, পোর্টালে তাঁদের নাম নীল রঙে চিহ্নিত করা আছে।

খাদ্য দপ্তরের স্থানীয় অফিসগুলি থেকে রেশন ডিলারদের বলা হয়েছে, যেসব পরিবারের সকলের ই-কেওয়াইসি হয়নি, তাঁদের কেউ খাদ্য সংগ্রহ করতে এলে বকেয়া কাজটি দ্রুত সেরে নিতে বলতে হবে। পরিবারের সব সদস্যের ই-কেওয়াইসি করা থাকলে সেই পরিবারটিরই সুবিধা হবে সেকথা প্রচার করতে বলা হয়েছে। কারণ পরিবারের ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করা একমাত্র সদস্য কোনও কারণে অনুপস্থিত থাকলে পুরো পরিবারই রেশন থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সকলের ই-কেওয়াইসি করা থাকলে এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

সব রেশন গ্রাহকের ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য খাদ্য দপ্তর দু'বছর ধরে বারবার নির্দেশ দিয়েছে। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে প্রথম দিকে এজেন্সি নিয়োগ করে বাড়ি বাড়িও যাওয়া হয়। এলাকাভিত্তিক বিশেষ শিবির খোলা হয়েছিল একাধিক দফায়। রেশন ডিলারদের মাধ্যমে দোকানে ও বাড়িতে গিয়ে ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। এজন্য অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হয় ডিলারদের। খাদ্য দপ্তরের অফিস এবং বিএসকেগুলিতেও এটা করা যায়। তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক গ্রাহকের ই-কেওয়াসি বাকি কেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। খাদ্যভবন সূত্রে খবর, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যে রেশন কার্ডের সংখ্যা ছিল সাড়ে ১০ কোটি।

রথীন ঘোষ খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এখনও পর্যন্ত 'ব্লক' করা হয়েছে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ রেশন কার্ড। সূত্রের খবর, এই কার্ডগুলিকে বাতিল বলে দাবি করা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, 'ব্লক'। ওয়েবসাইটে লাল করে দেওয়া আছে সেই কার্ডগুলি। খাদ্য দপ্তরের বক্তব্য, এগুলি থেকে আগে রেশন উঠেছে। কিন্তু কেওয়াইসি ঠিকঠাক নেই। কেউ যদি সঠিক তথ্য প্রমাণ দিতে পারেন, তাহলে ব্লক করা কার্ড আনব্লক করে দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। খাদ্যভবন সূত্রে খবর, বর্তমানে রেশন ওঠে এমন কার্ডের সংখ্যা ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ। মূলত ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করাতেই এ পন্থা রাজ্যের।

জোর কদমে চলছে গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কবি সুভাষ- বিমান বন্দর করিডর অর্থাৎ অরেঞ্জ লাইনে গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের কাজ চলছে জোরকদমে, জানাল কলকাতা মেট্রো। স্টেশনটি তৈরি করা হচ্ছে কলকাতার অন্যতম ব্যস্ততম ট্রাফিক পয়েন্ট চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে সুকান্ত নগরের কাছে। ফলে এটি একবার চালু হলে এই স্টেশনটি সল্টলেকের অন্যতম প্রবেশদ্বার হতে চলেছে। একইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে আশা করা হচ্ছে এই স্টেশনটি আগামী দিনে হাজার হাজার যাত্রীকে পরিষেবা দিতে চলেছে। এর পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বিখ্যাত সাংবাদিক, লেখক এবং লেখক গৌর কিশোর ঘোষের নামে এই স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ইতিমধ্যে এই স্টেশনের কাঠামোগত কাজ শেষ হয়েছে এবং এখন ফিনিশিংয়ের কাজ চলছে। এই স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলির নির্মাণ কাজও শুরু হয়েছে। এদিকে প্ল্যাটফর্ম লেভেলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে বলেই জানানো হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। এখন চলছে ছাদের কাজ এই স্টেশনে আসন্ন ভায়াডাক্ট নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে এবং গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশন থেকে নিকো পার্ক পর্যন্ত ভায়াডাক্টের কাজ সাম্প্রতিক সময়ে খুব ভালভাবে এগিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দিতে চলেছে। এই স্টেশনে থাকবে ৮ টি এসক্যালেটর এবং ৪ টি লিফট। এগুলো ছাড়াও এখানে ব্যবস্থা থাকছে ৮টি সিঁড়িরও।

এর পাশাপাশি গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশনে চারটি টিকিট কাউন্টারের সঙ্গে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। সঙ্গে অটোমেটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম)-এর মাধ্যমে সেলফ টিকিটের সুবিধা, ১টি ফার্স্ট এইড রুম এবং প্ল্যাটফর্মে বসার বেঞ্চের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার জন্য মহিলাদের জন্য একটি, পুরুষদের জন্য একটি এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য একটি শৌচাগার থাকবে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ৩টি ওয়াটার কুলার স্থাপন করা হবে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরি আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, দৃষ্টিহীনদের জন্য ট্যাকটাইল ফ্লোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা থাকবে এখানে।

প্রাচীন ঐতিহ্যের পরম্পরা দুর্গাপুজোয় ধুনো পোড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: হাওড়া জেলার রসপুর গ্রামের রায় পরিবারের দুর্গাপুজোয় একটি প্রাচীন প্রথা আজও চলে আসছে। তা হল সন্ধি পুজোর আরতির সময় 'ধুনো পোড়া'। পরিবারের বধূরা সেদিন সারাদিন নিরম্বু উপবাস করে নিষ্ঠা সহকারে দু' হাতে দু'টি এবং মাথায় একটি মাটির সরায় পাঠকাঠি ও ধুনো জ্বালিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী হন। প্রচলিত বিশ্বাস, ধুনোর সঙ্গে উদ্গত ধোঁয়ায় পারিবারিক অকল্যাণ দূরীভূত হয়। ৪৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই পরিবারে এই 'ধুনো পোড়া'র প্রথা চলে আসছে। এই ধুনো পোড়ার সময়ে বাদ্যযন্ত্রে একটি বিশেষ বোল ধ্বনিত হয়। ধুনো পোড়া সমাপন হলে অনুজেরা অগ্রজের কোলে বসে ও প্রণাম নিবেদন করে। বড়রা ছোটদের আশীর্বাদ দেন। এছাড়া ত্রয়োদশী তিথিতে শীতলা মাতার বার্ষিক পুজোও এই বংশের একটি প্রচলিত প্রথা।

লেক কালীবাড়ির কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ অক্টোবর ১১ কার্তিক, ১৪৩০, রবিবার

শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে জরুরি বৈঠকের ডাক বিকাশ ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকা হল বিকাশ ভবনে। সূত্রে খবর, আগামী ২ নভেম্বর এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। সঙ্গে এ খবরও মিলছে, শিক্ষকদের পদন্নতির খসড়া কাঠামো বানিয়ে ফেলেছে বিশেষ কমিটি। আগামী ৩০,৩১ ও ১ তারিখ দফায়-দফায় বৈঠকে বসবে পদোন্নতি কমিটি। এরপর ২ তারিখ বৈঠকে থাকবেন শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। এই বৈঠকে থাকার কথা রয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুরও।

প্রসঙ্গত, গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে নতুন শিক্ষানীতি চালুর প্রস্তাব পাশ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনগুলি পদোন্নতির দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রস্তাবে সায় দেওয়ার পর তা কার্যকর করার জন্য তৈরি হয় বিশেষ কমিটি। এই প্রসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে যে, মূলত, শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টিতে জোর দেওয়া হচ্ছে বার্ষিক মূল্যায়নের মাপকাঠির উপরে। অর্থাৎ শিক্ষকদের গুণগত মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে 'অ্যাপ্রাইজাল' পদ্ধতিতে হাঁটছে রাজ্য। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন প্যারামিটার নির্ধারণও করা

হয়েছে। যেখানে নজর রাখা হচ্ছে, এক জন শিক্ষক সময়ের যথোপযুক্ত আপডেট হচ্ছেন কি না বা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন কি না তার ওপরেও। আর এই সব প্যারামিটারের ওপরেই নির্ভর করবে তাঁদের পদোন্নতি।

এদিকে জাতীয় শিক্ষানীতি বলছে, শিক্ষকদের পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির করা হবে কি না তার জন্য তৈরি হবে ন্যাশনাল প্রোফেসনাল স্ট্যান্ডার্স ফর টিচার্স বা এনপিএসটি। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিংও করাবে এই এনপিএসটি-ই। ফলে, শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টি ঠিক কী তা নিয়ে শুরু হয় চাপানউতোর। এমনই এক আবহে আগামী ২ তারিখের বিকাশ ভবনের ডাকা এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে ধারণা শিক্ষাবিদদের একাংশের।

কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় দেবীর আরাধনায় তারকা থেকে গৃহস্থ

১. লক্ষ্মীপুজো উত্তমকুমারের বাড়িতে। প্রতিমার সামনে মহানায়কের নাতি গৌরব ও নাত বউমা দেবলীনা।

২. ধনদেবীর আরাধানায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

প্রতীকি লক্ষ্মীকে সামনে রেখে প্রতিবাদে সামিল কর্মপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঞ্চনার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আন্দোলন চলছে দিনের পর দিন। কিন্তু ফল মিলছে কই!

শনিবার কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় প্রতীকি প্রতিমা ও আসল প্রতিমা নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হলেন ২০১৭ সালের রাজ্য গ্রুপ ডি ওয়েটিং কর্মপ্রার্থীরা। প্রথমে ঠিক করেছিলেন মাতঙ্গিনী মূর্তির সামনে রাতভর ধরনায় বসবেন। তবে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আপাতত নিজেদের অবস্থান থেকে সরলেন গ্রুপ ডি কর্মপ্রার্থীরা। তবে কাজ না হলে বড়সড় আন্দোলনে বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। ২০১৭ সালের রাজ্য গ্রুপ ডি ওয়েটিং কর্মপ্রার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। তাঁদের অভিযোগ, আন্দোলনে নামলেই পুলিশ এসে সরকার পক্ষের সঙ্গে বসে আলোচনার আশ্বাস দেয়। কিন্তু বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন থাকে না। শনিবার লক্ষ্মীপুজোর দিনও সেইমতোই প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, দুর্নীতির অভিযোগে নেতামন্ত্রীরা

জেলে আছেন ঠিকই। কিন্তু চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি পাচ্ছেন কই? এদিকে বিকাল ৪টের পর আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই আন্দোলনকারীদের উঠে যেতে বলে পুলিশ। প্রথমে চাকরিপ্রার্থীরা রাজি না হলেও পরে উঠে যান। এক চাকরিপ্রার্থী আশিস খামরুই বলেন, 'পুলিশ আমাদের আশ্বাস দিয়েছে সরকার পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেবে। তবে এর আগেও এমন আশ্বাস পেয়েছি। খারাপ লাগে যে এটা আশ্বাস হয়েই থেকে যায়। গত ১৯ তারিখও আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ২৮ তারিখ ২টোয় সাক্ষাৎ করানো হবে। আমরা বঞ্চিত কর্মপ্রার্থীরা এলাম। কিন্তু এসে শুনলাম আজও বসা হচ্ছে না। তবে বলেছেন রবিবার সাক্ষাৎ করাবেন। ময়দান থানার অফিসাররা ছিলেন। তবে রবিবার যদি না বসা হয় আমাদের লাগাতার কর্মসূচি চলবে।'

বনমন্ত্রীর গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শনিবার বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁচড়াপাড়া ও নৈহাটিতে মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। ইডির হাতে ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আগে অবিভক্ত উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূলের সভাপতিও ছিলেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোরে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন বনমন্ত্রী। সেদিন বিকেলে দমদম-ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তরফে টিটাগড় টাটাগেটে দলীয় কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে হাজির তৃণমূল নেতৃত্ব মন্ত্রীর গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা জুড়ে মিটিং মিছিলের ডাক দেয়। তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ মতোই এদিন কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটি, ইছাপুর, পানিহাটি, জগদ্দল, ভাটপাড়া-সহ বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করা হয়। কাঁচড়াপাড়ায় প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে হালিশহর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর সরকার বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা

নির্বাচনে বৈতরণী পেরোতে ইডি-সিবিআইকে অপব্যবহার করছে গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে দলীয় নেতা-মন্ত্রীদের হেনস্থা করা হচ্ছে। অপরদিকে পানিহাটিতে প্রতিবাদ সভায় হাজির হয়ে স্থানীয় বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, '২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের লক্ষে বিজেপি শুধু বাংলায় ষড়যন্ত্র করছে না। গোটা দেশে বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীদের পিছনে কেন্দ্রীয় এজেন্সি লাগিয়ে ওরা অপদস্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে, হুঁশিয়ারি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই জারি থাকবে। শনিবার বিকেলে জগদ্দলের আতপুর ব্যাঙ্ক মোড়ে জগদ্দল শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত সভায় দাঁড়িয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। শুক্রবার ভোরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। অবিভক্ত জেলার তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে এদিন জগদ্দল শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আতপুর অঞ্চলে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। প্রতিবাদ মিছিল শেষে আতপুর ব্যাঙ্ক মোড়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় যোগ দিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি লাগিয়ে দলীয় নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বনমন্ত্রী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও

সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন।' সাংসদের ক্ষোভ, ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে। তা সত্ত্বেও এদিন তারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। সাংসদের দাবি, বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আগামী দিনেও তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আছেন বলে এদিন তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন। এদিনের সভায় সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, কাউন্সিলর প্রবীর বৈদ্য, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সহ-সভাপতি শ্যামল তলাপাত্র, শ্রমিক নেতা ওঙ্কর নাথ সাউ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, গুড্ডু সিং প্রমুখ।

কলকাতায় নতুন মিউজিয়াম অফ অ্যাস্ট্রোনমি ও স্পেস সায়েন্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ইন্ডিয়ান সেন্টার অফ স্পেস ফিজিক্স-এর অন্দরে মিউজিয়াম অফ অ্যাস্ট্রোনমি ও স্পেস সায়েন্স নামে এক অভিনব এই সংগ্রহশালার দরজা খুলে গেল আমজনতার জন্য। এর উদ্বোধন করেন ভারতের প্রথম মহাকাশচারী (উইং কমান্ডার) রাকেশ শর্মা। সঙ্গে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ইন্টিগ্রেটেড এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিক্ষা সচিব মণীশ জৈন, ইসরোর বিজ্ঞানী ড. অনুজ নন্দী, ইসরোর ডিরেক্টর অফ স্পেস সায়েন্সেস-এর প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী, স্পেস ফিজিসিস্ট এ আর রাও এবং আরও অনেকে। পরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন নাসার নভশ্চর ড. জন গ্রানসফিল্ড। মিউজিয়াম অফ অ্যাস্ট্রোনমি ও স্পেস সায়েন্স নামে এক অভিনব এই সংগ্রহশালায় দেখা মিলবে রাইট ব্রাদার্সের তৈরি উড়োজাহাজের রেপ্লিকা। এরই পাশাপাশি দেখা যাবে পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়া উল্কাপিণ্ডের অংশও। সঙ্গে রয়েছে অ্যাপোলো ২১ স্পেসক্র্যাফট ক্যাপসুলের মডেল। এছাড়াও বড় এক পাওনা, এক ঝাঁক কিংবদন্তী মহাকাশচারীর 'অটোগ্রাফ' সম্বলিত ছবি। সঙ্গে রয়েছে আরও অনেক কিছু। ১২০০ বা তারও বেশি হরেক ধরনের 'মহাজাগতিক' সামগ্রী থরে থরে প্রদর্শিত করা হচ্ছে এই সংগ্রহশালায়। ফলে এটা এক বড় পাওনা যাঁদের জ্যোর্তিবিদ্যা এবং মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ তাঁদের কাছে।

এদিনের উদ্বোধনা অনুষ্ঠানে এসে বছর চুয়াত্তরের অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মা জানান, 'দেশের নতুন প্রজন্মের মধ্যে উদ্দীপনার কোনও অভাব নেই। আমার মনে হয়, শুধু চন্দ্রযানের সাফল্যে আমরা থেমে থাকব না। সময় এসে গিয়েছে, মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারত আরও নতুন নতুন কৃতিত্ব অর্জন করবে।' অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'দুর্গাপুজোর পর এই সময়টায় আমরা বাঙালিরা কারও সঙ্গে দেখা হলে বলি শুভ বিজয়া। সেই আবহেই উদ্বোধন হল বিশ্বমানের এই সংগ্রহশালার। অভিনন্দন।' ইন্ডিয়ান সেন্টার অফ স্পেস ফিজিক্সের ডিরেক্টর সঞ্জীব চক্রবর্তীর কথায়, 'এই সংগ্রহশালা আমরা উৎসর্গ করেছি রকেট-তৈরির পুরোধা স্টিফেন হেক্টর টেলর স্মিথ এবং প্রখ্যাত বেলুনিস্ট রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, যিনি বেলুনে সওয়ার হয়ে সোদপুর পৌঁছেছিলেন ৪০ মিনিটে।'

ময়দানে আতসবাজির মেলায় প্রতিরক্ষা দপ্তরের সবুজ সংকেত

শুভাশিস বিশ্বাস

সবুজ বাজির উৎপাদন নেই রাজ্যে!

কলকাতা: 'পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি তৈরির কারখানা এখনও গড়ে ওঠেনি', জানালেন আতসবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায়। ফলে ২০২৩-এর কালীপুজো আর দীপাবলিতে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত থেকে আসা বাজির ওপরেই নির্ভর করতে হবে কলকাতাবাসীকে। মূলত তামিলনাড়ু, হরিয়ানার সবুজ বাজিতেই এবার দীপাবলি পালন করবেন বঙ্গবাসী। তবে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের বাজি শিল্পের চেহারা যে দ্রুত বদলাতে চলেছে সে ব্যাপারে যথেষ্টই প্রত্যয়ী আতসবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান। এরই রেশ টেনে তিনি জানান, ভবিষ্যতে সারা ভারতের আতস বাজি শিল্পকে নতুন দিশা দেখাবে বাংলার পরিবেশ বান্ধব বাজি-ই। তিনি আশা রাখছেন, সবুজ বাজি তৈরির এই পরিকাঠামো তৈরি হবে সামনের বছর অর্থাৎ ২০২৪-এর মধ্যেই। এরই রেশ ধরে বাবলা রায় জানান, ইতিমধ্যেই বাংলার ২০টি জেলায় ২ থেকে ৪টি আতসবাজির ক্লাস্টার গড়ে উঠেছে।

যেখানে লক্ষ লক্ষ আতসবাজি কারিগরের কর্মসংস্থানও হবে।

তবে এই আলাপচারিতার মাঝেই বাবলা রায় এক খুশির খবর দেন কলকাতাবাসীর জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ময়দানে আতসবাজি মেলা করার যে কথা জানানো হয়েছিল তাতে প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে সায় মিলেছে। অর্থাৎ, যে সামান্য গেরোতে আটকে ছিল ময়দানে আতসবাজি মেলা তাও মিটে গিয়েছে শুক্রবার রাতে। ২০২৩-এ এই মেলার শুরু হবে আগামী ৩১ অক্টোবর। শেষ হবে ১৫ নভেম্বর। এদিকে গত তিন বছর কোভিড মহামারির জন্য এই মেলা কলকাতা ময়দানে করা সম্ভব হয়নি। এবার তা সম্ভব হচ্ছে। আতসবাজির এই মেলা হওয়ার পিছনে প্রধান ভূমিকা যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাও জানাতে তিনি ভোলেননি। কলকাতা ময়দানে এই মেলা প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, সরকারি নির্দেশ মেনে ছোট-বড় ৫০টি স্টল এই মেলায় থাকছে। কেবলমাত্র পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজিই সেখান থেকে বিক্রি হবে। তারাবাজি, ফুলঝুরি, চরকি, হাওয়াই, তুবড়ি, রংমশাল-সহ আকাশে ওঠা বিভিন্ন রকমের বাজি বিক্রি হবে। ফলে সাধারণ মানুষ কালীপুজোর আগে সেখান থেকেই আতসবাজি কিনতে পারবেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতেই হয়, যেহেতু বাজি এবারও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেই আসবে সেই কারণে রাজ্যে সবুজ বাজি বিক্রি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্যের সঙ্গেই দুই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নজরদারির দায়িত্ব ইতিমধ্যেই দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সবুজ বাজি বিক্রির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান পেট্রোলিয়াম ও বিস্ফোরক সুরক্ষা সংস্থা বা 'পেসো' ও ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট বা 'নেরি' হাতে এই বাজির উপর নজরদারি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে আদালত থেকে এও জানানো হয়েছে যে কলকাতায় বাজি বাজারে যাতে সবুজ বাজি বিক্রি হয়, আর সেটাই যাতে ব্যবহৃত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। বাজি নিয়ে আদালতের নির্দেশ কার্যকর হল কিনা, তার রিপোর্টও কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর ছুটির পরে আদালত খোলার এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

রীতি মেনেই লক্ষ্মী পুজোতেই নৈহাটির বড়মার কাঠামো পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির শ্যামাপুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ রোডের বড়মা কালী। এ বছর বড়মার পুজো শতবর্ষে পদার্পন করল। দেশ ছাড়িয়ে এখন বিদেশেও পৌঁছে গিয়েছে বড়মার সুখ্যাতি। নৈহাটি স্টেশনে নেমে অরবিন্দ রোড ধরে ফেরি ঘাটের দিকে যেতেই চোখে পড়বে বড়মার মন্দির। নবনির্মিত মন্দিরে তিন দিন আগে সাড়ে চার ফুট উচ্চতার কষ্টি পাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। আর নতুন মন্দিরের দ্বারঘাটন হবে আজ রবিবার। নৈহাটির বড়মার মূর্তির উচ্চতা ২১ ফুট। নৈহাটির অন্যান্য কালী প্রতিমার চেয়ে এই মূর্তির উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় জনমানসে বড়মা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শক্তিদেবী এখানে অত্যন্ত জাগ্রত। প্রতিমা ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্বালঙ্কারে ভুষিতা। চিরাচরিত রীতি মেনেই শনিবার কোজাগরী পূর্ণিমায় বড় কালীর কাঠামো পুজো করা হল। তারপর সেই কাঠামোর ওপর মায়ের মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হবে। ভক্তদের বিশ্বাস, নৈহাটির বড়মা খুবই জাগ্রত। তাই দেশ ছাড়িয়ে এখন বিদেশ থেকেও ভক্তরা বড়মার টানে নৈহাটিতে পুজোর দিনে ছুটে আসেন। আর ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁরা মাকে সোনা-রুপার অলংকারে ভরিয়ে দেন। জানা যায়, অরবিন্দ রোডের ধর্মশালা মোড়ে আগে রক্ষাকালী পুজো হত। পুজো শেষে গভীর রাতে গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সেই পুজো বন্ধ হয়ে যায়। নদিয়া জুটমিলের কর্মী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ভবেশ চক্রবর্তী এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির তরফে সারাবছরই মন্দিরে বড়মার নিত্য পুজো হয়ে থাকে। কিন্তু পুজোর সময় চার দিন দেবীর বিশেষ পুজো করা হয়। প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা করে বড়মাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতির সভাপতি তথা নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, নৈহাটির বড়মা মানুষের কাছে একটা আবেগ। তাই কমিটির লোকজন আলোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করার। সহমতের ভিত্তিতে নতুন মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর মন্দিরে কষ্টি পাথরের মূর্তি বসানো হয়েছে। আজ, রবিবার মন্দিরের দ্বারঘাটন করবেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক। সেদিন জনসাধারণের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হবে। অশোক বাবু আরও জানান, প্রাচীন রীতি মেনেই লক্ষ্মীপুজোর দিন কাঠামো পুজো করা হয়েছে।

গুটখা কিনতে গিয়ে বচসার জেরে মৃত্যু এক কিশোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুটখা কিনতে গিয়ে টাকা নিয়ে বচসার জেরে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় প্রাণ গেল এক কিশোরের। মৃতের নাম আকাশ কুরি। ঘটনার তদন্তে নেমেছ গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ।

সূত্রের খবর, গত ২৬ তারিখ চন্দন প্রতাপ কুরি ও আকাশ প্রতাপ কুরি নামের এক কিশোর ও এক যুবক যায় গিরিশ পার্ক থানা এলাকার একটি দোকানে গুটখা কিনতে। অভিযোগ, পাঁচ টাকার গুটখার দাম বিক্রেতা চায় ১০ টাকা। কেন অতিরিক্ত টাকা চাইছে দোকানদার তা নিয়ে আকাশ প্রশ্ন করতেই দোকানদার তখনই চড়াও হয় আকাশের উপর। সঙ্গে আকাশের দাদা চন্দন প্রতাপ কুরি জানায়, ওই দোকানদার আকাশকে গালাগালি করার পর একটি লাঠি এনে মারধর শুরু করে। গুরুতর জখম হয় বছর সতেরোর আকাশ। মারধর করা হয় চন্দন প্রতাপকেও। এরপর আকাশকে এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সম্পাদকীয়

সংবিধান কিন্তু বলছে ‘ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত’

মোদি অ্যান্ড কোম্পানির কাঁপুনির কারণ এটাই; ২০১৯ সালে বিজেপি একা যত আসনই পাক না কেন, ভোট পেয়েছিল কত শতাংশ? মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৭.৩৬! সংখ্যাটি এনডিএ হিসেবে হয়েছিল ৪৫। অর্থাৎ দল এবং জোট;দু’ভাবেই গেরুয়া শিবিরের প্রতি মানুষের সমর্থন ছিল ৫০ শতাংশের অনেক নীচে। ‘বিপুল’ সমর্থনে মোদি সরকার তৈরি হয়েছিল বলে স্তাবকরা উদ্বাহু হলেও নিখাদ বাস্তব এটাই ছিল যে, দেশবাসী মোদি সরকার চায়নি। তবু সেই সরকার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বহুদলীয় গণতন্ত্রে সংখ্যার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে। মোদিরা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন, তাঁদের জোট নিষ্কর্মা হয়ে গেলে সংখ্যার মাহাত্ম্য মেরু পাল্টাবেই। সংখ্যার আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার আশায় শাসকের বিপরীতে মাথা তুলেছে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলগুলির বৃহত্তম জোট ‘ইন্ডিয়া’। আর যায় কোথায়, সেই অ্যালার্জিতে সর্বাঙ্গ অস্থির গেরুয়া শিবির, থুড়ি বিজেপির। অতএব ‘ইন্ডিয়া’ শব্দটাই মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হায়, এ তো আমাদের দেশের নাম, সারা পৃথিবী যে এই নামেই চেনে ও সমীহ করে আমাদের! বিজেপির থিঙ্ক ট্যাঙ্কের তাতেও পরোয়া নেই। ‘ইন্ডিয়া’ নামটিকে আর এক মুহূর্তও বরদাস্ত করতে রাজি নয় তারা। দেশকে শুধু ‘ভারত’ নামেই চেনাতে মরিয়া কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী। মাথার ঘায়ে এমন পাগল পাগল অবস্থা যে সংবিধান প্রণেতাদের ব্যাখ্যাও মনে রাখতে চায় না বিজেপি;‘ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত’। যাহা ‘ইন্ডিয়া’ তাহাই ‘ভারত’;সংবিধান স্পষ্ট করে দেওয়ার পরেও মোদিবাবুদের এই অতিতৎপরতা! এর ভিতরে তাদের সঙ্কীর্ণ রাজনীতি, সীমাহীন আতঙ্ক এবং পলায়নপর প্রবৃত্তিই প্রকট হচ্ছে। দেশের নাম পাল্টানোর ধুয়ো তুলে চরম বিপৎকালে জলঘোলা করতে চাইছে বিজেপি;যাতে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, বৈষম্য, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও নানা ক্ষেত্রে নিপীড়নের মতো গুরুতর ইস্যুগুলি আপাতত ধামাচাপা পড়ে যায়। দেশের নাম বদলের খেলা প্রথম নজরে এল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে। তা নিয়ে দেশব্যাপী বিস্তর সমালোচনা দেখেই যেন জল আরও ঘোলা করতে তৎপর সরকার। এবার স্কুলপাঠ্য বই থেকেও ‘ইন্ডিয়া’ শব্দটি মুছে ফেলতে মরিয়া তারা। ভীরুকে কি বরণ করেছে কেউ কখনও? না, ভিতুকে বর্জন করাই মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভরসা এটাই।

শাশ্বত কথা

সরলতা ও বিশ্বাস

সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয় -বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে--পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী--এ-সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

দেখছ না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ- শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ। বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা, খোসা, ভুষি, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়,সে গরু হুড় হুড়করে দুধ দেয়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

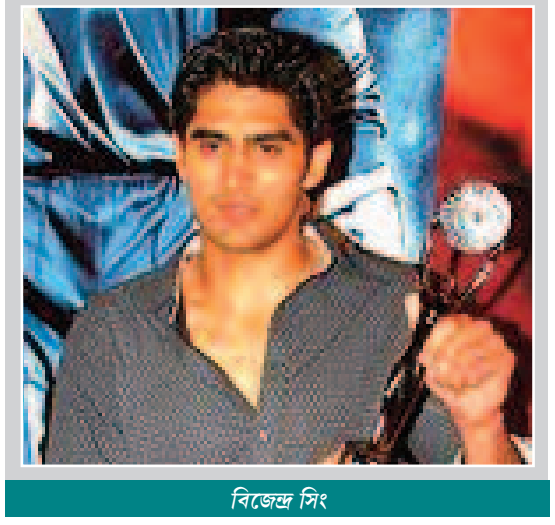

বিজেন্দ্র সিং

১৯৮৫ *বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধা বিজেন্দ্র সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বরুণ অ্যারোনের জন্মদিন।*
১৯৯৬ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জন্মদিন।*

নীরবে পেরিয়ে গেল ১৫ অক্টোবর তার জন্মদিন

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের ‘কাজল’ হয়েই রয়ে গেলেন!

স্বপনকুমার মণ্ডল

মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উত্তরপুরুষ’-এর আগমনের জন্য আত্মভোলা বিভূতিভূষণ কত আনন্দই না সেদিন পেয়েছিলেন! সেই আগমন তাঁর জীবনে আবির্ভাব হয়ে উঠেছিল। প্রসব হওয়ার তিন দিন পরে জানতে পারার জন্য রমা তথা কল্যাণীর প্রতি তাঁর কত অভিমানই সেদিন চুইয়ে পড়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। সেই আদরের বাবলু আজ আর নেই, এই মর্মান্তিক আপ্তবাক্যটি উচ্চারণের জন্য তাঁদের অবশ্য অপ্রস্তুত হতে হয়নি। বিভূতিভূষণ বাবলুর তিন বছর বয়সের সময়েই তাঁকে না জানিয়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছিলেন। আর রমা দেবী দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৯৬-এর ১৯ এপ্রিল তাঁর আদরের বাবলুকে রেখে ইহলোক ছেড়ে যান। সেই বাবলু তথা কথাসাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও অবশেষে চলে যান ১৮ জুলাই, ২০১০-এ। বিভূতিভূষণের বড় আদরের সন্তানটিও দীর্ঘদিন যাবৎ রোগের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বর্তেও ছিলেন। কালব্যাধি হয়তো তাঁর শরীরটাকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তা তাঁর প্রাণে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারেনি। এজন্য দেখিছি যাঁর একাধিকবার ডায়ালিসিস হয়েছে, সেই মানুষটিই নার্সিংহোম থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কথাসাহিত্য উৎসবে (২০১০) ছুটে চলে এসেছেন। অকপটে বলেছেন তাঁর না থাকতে পারার কথা। শুধু তাই নয়, যখন তাঁকে দেখেছি কথাসাহিত্য উৎসবের (২০০৯) ওকাকুরা-রবীন্দ্রমঞ্চে সমাপ্তি আড্ডাতে আড্ডাধারী হিসাবে, তখন তাঁর অসুস্থতা নিয়ে কখনওই মনে হয়নি তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। এরকম প্রাণচঞ্চল মানুষটি লেখনীকে ধারণ করেই জীবনে সঞ্জীবনী সুধা আনতে চেয়েছিলেন। অথচ তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যতটা বিভূতিভূষণের বাবলুর মুখ হয়ে উঠেছেন, ততটাই সাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাবে মূক হয়ে রয়েছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর লেখনী চালনার সদিচ্ছা জেগে উঠেছিল এবং তাতে তিনি সফলকামও হয়েছেন। অথচ অসংখ্য গল্প-উপন্যাস রচনা করেও তিনি বিভূতিভূষণের বাবলু’র পরিচয়কে ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেননি। সেক্ষেত্রে তাঁর পিতৃপরিচয়ই তাঁকে যেমন সাহিত্যের সদর দরজায় এনে দিয়েছে, তেমনই সেই দরজা ভেদ করে তার অন্দরমহলে প্রবেশের ক্ষেত্রে ওই পরিচয়ই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ তারাদাস সাহিত্যিকই হতে চেয়েছিলেন, সেকথা তিনি কথায়-লেখায় নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পিতৃগৌরবের অধিকারী হয়েই তাঁর পরিচয় সজীবতা লাভ করায় তিনি উপেক্ষিত হয়ে রইলেন, ভাবা যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে বিখ্যাত পিতার সন্তান হওয়ার দরুণ তাঁর পক্ষে সাহিত্যচর্চা যেমন সহজ এবং সুগম, তেমনই তাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করাও কঠিন ও দুর্গম, তা সহজাত প্রতিভাতেই তারাদাস উপলব্ধি করেছিলেন । তাঁর এই আত্মসচেতন প্রকৃতির মধ্যেই একজন মহান সাহিত্যিকের পরিচয় সংগুপ্ত রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার দায়মুক্ত প্রকৃতিতেই আশ্চর্য হতে হয় । এজন্য তারাদাসের জীবনের দিকে একবার ফিরে দেখা প্রয়োজন।

বিভূতিভূষণ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উত্তরপুরুষ’-এর জন্য বড়ই উৎগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম স্ত্রী গৌরী বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই অকালে চলে যাওয়ায় দ্বিতীয় স্ত্রী কল্যাণীর (বিয়ে ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০) উপর তাঁর সেই সদিচ্ছা নিবিড় হয়ে উঠেছিল। বিয়ের বছর সাতেকের মধ্যে দুটি মেয়ের প্রসবের আগে-পরে মৃত্যু হওয়ায় বিভূতিভূষণের সুপ্ত সদিচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই উগ্র হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৭-এর ১৫ অক্টোবর যখন মহানন্দের ‘উত্তরপুরুষ’-এর জন্ম হল, বিভূতিভূষণ তখন তাঁর প্রিয় গ্রাম বারাকপুরে । ২০ অক্টোবর স্কুলে পুজার ছুটি হবে। অথচ শনিবারই তিনি চালকি- বারাকপুর থেকে দমদম-ব্যারাকপুরে অন্তঃসত্ত্বা কল্যাণীর কাছে ছুটলেন। এদিকে, বুধবারেই তাঁর বাবলু’র আগমন সত্ত্বেও তিনি কেন অশুভ শঙ্কায় খবর পাননি, তা নিয়ে প্রথমে অভিমান ব্যক্ত করেও পরে পিতৃস্নেহের মধুক্ষরণে সব মানঅভিমানের পালা সাঙ্গ করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কাকতালীয় ভাবে বিভূতিভূষণের জীবনে বুধবার বারেবারে ফিরে এসেছে। তিনি নিজেও জন্মেছেন বুধবার (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)। যাই হোক, বিভূতিভূষণ-কল্যাণীর বাবলু দাদামশাই তারাভক্ত তান্ত্রিক ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রদেয় নামে তারাদাস হয়ে উঠলেন। কিন্তু শৈশব থেকেই বাবলুকে তারাদাসে রূপান্তর করেও তাঁর পার্থিব শরীর নিরোগ রাখা সম্ভব হয়নি। এজন্য জন্মের উনিশ দিনের মাথায় তাঁর মৃতপ্রায় সঙ্গীন অবস্থার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। ফলে অতি যত্নে বেড়ে ওঠা বাবলু বিভূতিভূষণের পিতৃহৃদয়ের সমস্ত রস শুষে নিয়েছিলেন। তাঁর এই মাত্রাতিরিক্ত স্নেহসুধায় বাবলু ক্রমশ বিভূতিময় হয়ে উঠেছেন। বাংলা সাহিত্যে এরকম পিতা-পুত্রের ছায়া অন্যত্র লক্ষ করা যায় না। ‘ইচ্ছামতী’ (১৯৫০) তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া ‘পথের পাঁচালী’র পর ‘অপরাজিত’ শেষ করে বিভূতিভূষণ ‘কাজল’ লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা শেষ না করেই বিদায় নিয়েছেন। আর পিতার সেই অপূরণীয় ‘কাজল’ই হয়ে ওঠে তারাদাসের লেখক জীবনের গেটপাশ। তিনি ‘অপুর সংসার সমগ্র’র ভূমিকায় জানিয়েছেন ‘ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে শুনেছি বাবার ইচ্ছে ছিল অপুর ছেলে কাজলকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার। ..... সেই বয়সেই এ রকম দুঃসাহসিক চিন্তা করা সম্ভব।..... উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ফলের জন্য যে তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তখন একটা ফুলস্ক্যাপ সাইজের মোটা কাগজে বাঁধানো খাতায় একপাতা দুপাতা করে কাজল লিখতে আরম্ভ করি।’ সেই ‘কাজল’ বই আকারে বেরল ১৯৭০-এ। রীতিমতো সাফল্য পেলেন। পাঠকের দাবিতে ‘নিজের জীবনকে আবছা কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করে’ ‘কাজল’-এর উত্তরকান্ডও লিখে ফেললেন ‘তৃতীয় পুরুষ’। অথচ সেই ‘কাজল’ লেখাও তারাদাসের পক্ষে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় যে উচ্চতায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছেন, পাঠক প্রত্যাশায় সেই উচ্চতার পরশে উপনীত হওয়া বা তার সমকক্ষে সামিল করার বিষয়টি আপনাতেই তারাদাসের পক্ষে মত বড় চ্যালেঞ্চ হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছায় অনেকটা পিতৃদত্ত দায়কে স্বীকার করে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে তাকে যে একটা বাড়তি চাপ নিতে হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয় । তা না-হলে যেখানে বিভূতিভূষণের অপুর ছেলে কাজলের জন্ম ১৯২০-তে, সেখানে ‘কাজল’রূপী তারাদাসের আবির্ভাব আরও তেইশ বছর পরে। এই সময়ের পার্থক্যও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া বিভূতিভূষণের কল্পিত ভুবনের কাজলকে রক্তমাংসের সজীব অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে লেখার ক্ষেত্রে তুল্যমূল্যের বিতর্কের বিষয়টি মাথায় রেখে লেখনীধারণ করা তারাদাসের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ বলেই মনে হয়। অথচ তিনি সেক্ষেত্রে অনেকটাই সার্থকাম হয়েছেন, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ছাত্রাবস্থাতেই তারাদাস যেভাবে সাহিত্যচর্চার সামিল হয়েছিলেন এবং এজন্য সরোজকুমার রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কারও লাভ করেছিলেন, সেভাবে সাহিত্যিক হিসাবে স্বতন্ত্র পরিচিতির আলোয় উজ্জ্বল হতে পারেননি। অথ্য সাহিত্যচর্চায় আজীবন নিয়োজিত ছিলেন এবং লেখনীধারণ করেই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যের প্রতি আবাল্য ঝোঁক ছিল। এজন্য তিনি প্রয়োজনীয় পরিবেশও পেয়েছিলেন। পিতার অবর্তমানে তারাদাস যাঁকে অভিভাবকের আসনে পেয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন সাহিত্যিক। সেই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সান্নিধ্যে ছাত্রাবস্থাতেই ‘বাবলুসু’ (এই নামে গজেন্দ্রনাথ বাবলুকে ডাকতেন।) সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন। ‘মিত্র ও ঘোষ’র আড্ডায় তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সেখানে তিনি পিতার সাহিত্যিক বন্ধুদের নিবিড় সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলেন। প্রমথনাথ বিশী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জরাসন্ধ, প্রবোধকুমার সান্যাল, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের আড্ডার পরশে নিজেকে তৈরি করার অবকাশ পেয়েছিলেন লেখক তারাদাস। তিনি ‘কথাসাহিত্য’- এর গজেন্দ্রকুমার মিত্রের (মৃত্যু ১৯৯৪-এর ১৫ অক্টোবর) স্মরণ সংখ্যায় অকপটে জানিয়েছেন, ‘সত্যি কথা বলতে কি, এই আজ অবধি যে বিদ্যা ভাঙিয়ে আমার চলছে, তার প্রায় সবটাই এই আড্ডায় অধীত।’ সেই আড্ডার পাশাপাশি চলেছিল তাঁর প্রথাগত পড়াশোনা। এরমধ্যে তিনি মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রাজুয়েশন (১৯৬৯) করে ১৯৭১-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন এবং প্রথমে শিক্ষকতার পেশায় ও পরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে উচ্চপদে আসীন হন। তার মধ্যেই চলে তাঁর সাহিত্যচর্চা। এমনকি, আশির দশকের সূচনায় (১৯৮১) তারাদাস ছোটদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা মাত্র গোটা পনেরো। আবার তার মধ্যেও বিভূতিভূষণের অস্তিত্ব বর্তমান । ‘কাজল’-এর পরে পিতার সৃষ্ট তারানাথ তান্ত্রিক চরিত্রটিকে নিয়ে তারাদাস অসংখ্য গল্প ও একটি উপন্যাস লিখেছেন । তাঁর ‘তারানাথ তান্ত্রিক’ (১৯৮৫) গল্পসংকলন ও ‘অলাতচক্র’ (২০০৩) উপন্যাস তার পরিচয়বাহী । তারাদাসের তারানাথ তান্ত্রিকের ভৌতিক গল্পগুলির পাঠকসমাদরও লাভ করে । সেখানে পিতাপুত্রের তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পসমগ্রের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে । অন্যদিকে বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটিও সম্পাদনা করেছেন তারাদাস । অন্যদিকে তাঁর মৌলিক উপন্যাস ও গল্পও বর্তমান। তাঁর গল্পসংকলন ‘ছোটগল্প’ (১৩৯৮) বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য । অথচ সত্তরের দশকে বাংলা সাহিত্যে যে এক ঝাঁক তরুণ কথাসাহিত্যিক উঠে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে তারাদাসের নাম উচ্চারিত হয় না। সেই তরুণদের দলের অনেকেই তাঁর সমবয়সী বা কমবয়সী। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় স্বনামধন্য। যেমন তপন বন্দোপাধ্যায় (১৯৪৭), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১), আবুল বাশার (১৯৫১), নলিনী বেরা (১৯৫১), কিন্নর রায় (১৯৫৩), সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪), অনিল ঘড়াই (১৯৫৭), আফসার আমেদ (১৯৫১), রাধাপ্রসাদ ঘোষাল (১৯৬০) প্রমুখজন। তবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তারাদাসের সাহিত্যপ্রতিভা এজন্য দায়ী। বরং বলা উচিত তাঁর মননপ্রতিভাই এর মূল কারণ। কারণ যেটুকু সাহিতকর্মের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরেছেন, তার মধ্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান। তাতেই উপলব্ধি করা যায় তার মূলধনের কোনো ঘাটতি ছিল না, কিন্তু মনধনের অন্তরায় ছিল। বিষয়টি একটু আলোচনা করা প্রয়োজন ।

তারাদাসের মধ্যে তাঁর প্রখর আত্মসচেতন প্রকৃতি লক্ষ করা যায়। এজন্য বিভূতিভূষণের পুত্র হিসাবে তাঁর লেখার মধ্যে পিতার ছায়া খোঁজার বাতিক বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। অন্যের পক্ষে স্বতন্ত্র সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা যতটা কঠিন, তাঁর ক্ষেত্রে ভা কঠিনতর হয়ে উঠবে, তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের প্রতি পাঠকের প্রত্যাশার উচ্চতাও সেদিক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। এজন্য দেখা যায়, তারাদাস ছাত্রজীবন থেকে যেভাবে সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, পরবর্তীতে তা থেকে তিনি ক্রমশ সরে এসেছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর পক্ষে স্বেচ্ছা উপেক্ষার বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠে। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রয়াণে ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকার স্মরণ সংখ্যায় আত্মসচেতন তারাদাসের অভিমত এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি সূচনা কথাতেই জানিয়েছেন ‘প্রায় চল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত নিজেকে অমর এবং পৃথিবীকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে হয়। আমারও তাই মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম আমার তারুণ্য ঝরে যাবে না, আকাশ এমনই নীল থাকবে, দাঁত নড়বে না, রক্তে শর্করা দেখা দেবে না, এবং — গজেনকাকু চিরকাল জীবিত থাকবেন।

এর মধ্যে খারাপ সব কিছুই জীবনে ঘটে গেল। ওপরের তালিকার সব, তাছাড়াও অতিরিক্ত বহু কিছু। শেষেরটা বাদে।’ এর মধ্যে যেমন গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অমরতার কথা রয়েছে, তেমনই প্রাতাহিক জীবনের অপ্রিয় সত্যও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেই সত্য সম্পর্কে তারাদাসের গভীর উপলব্ধিই তাঁকে নিজস্ব পথের পথিক করে তুলেছে। আত্মমূল্যায়নের নিরিখেই একজন আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফল হতে পারে। এই আত্মমূল্যায়নের অভাবেই অনেকে হারিয়ে যান, অনেকে উপেক্ষার শিকারে পরিণত হন। তারাদাসের ক্ষেত্রে তা লক্ষ করা যায় না। কেননা তাঁর আত্মসচেতন প্রকৃতিই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। সেদিক থেকে তাঁর স্বেচ্ছা উপেক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। অথচ অন্যদিকে তাঁর বিভূতিভূষণ-চর্চায় বিস্মিত হতে হয়। রীতিমতো একজন সনিষ্ঠ গবেষকের মতো তিনি পিতার রচনাবলি পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণের উপর গবেষণার প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। বর্তমান প্রাবন্ধিকও ‘বিভূতিভূষণের জীবনবিভূতি’ (সেপ্টেম্বর ২০০৭) নামে বিভূতিভূষণের উপর একটি বই লেখেন এবং ভগীরথ মিশ্রের (তারাদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম) পরামর্শ মতো তাঁর হাত দিয়ে একটি কপি তাঁকে পাঠিয়ে দেন। তারাদাস বইটি নিবিড়ভাবে পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর বাড়িতেই লেখককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। একজন তরুণ বিভূতিভূষণ গবেষকের প্রতি এরকম বিভূতিভূষণকে নিয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ তাঁর মতো পিতৃভক্ত পুত্রেরই সাজে। একটি বিষয়ে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি ছিল। তা’হল বিভূতিভূষণ সম্পর্কে প্রায়জনই তাঁর ভোজনরসিক ওরফে খাদ্যাসক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে তারাদাস মনে করেন তাঁর পিতা আদৌ ভোজনপ্রিয় ছিলেন না। যাইহোক, তাঁর পিতার সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীলতাই তাঁকে বিশেষভাবে বিভূতিভূষণ-চর্চায় সামিল করেছিল। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বত্র তাঁর পিতাকে বাংলাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের আসনে উল্লেখ করায় সশ্রদ্ধ ছিলেন। অবশ্য তাঁর এই শ্রদ্ধার মধ্যে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণই নন, পিতা বিভূতিভূষণও বর্তমান। সেকথাও তাঁর সগর্ব উচ্চারণ থেকে উপলব্ধি হয়েছে। এছাড়া তারাদাস নিজেই বিভূতিভূষণের জীবনী লেখায় সক্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর পিতার প্রিয় পত্রিকা ‘উদ্বোধন’-এ ২০০৮ থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে সেই জীবনী ‘পিতা নোহসি’ লিখছিলেন। অকাল প্রয়াণে সে কাজ অসমাপ্ত থেকে গেল এবং তাতে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ গবেষণা মূল্যবান একটি আকর গ্রন্থের অভাববোধ সক্রিয় হয়ে রইল। বিশেষ করে এজন্যই তারাদাসের অনুপস্থিতি বিভূতিভূষণ গবেষণায় একটি স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মতো বাবলুকেও পৃথিবীর রূপ-সুধার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এজন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করতেন। তাঁর এরকম পুরস্নেহের ব্যাখ্যা যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন, কোনো ভাবেই তা যুক্তিতে মেলে না। অন্যদিকে সেই বাবলু তারাদাস হয়ে উঠলেও আবার তিনি পিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিতে বাবলুতেই ফিরে গিয়েছেন। প্রকারান্তরে তিনি বিভূতিভূষণের কাজলেই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সেক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের এহেন নিবিড়তাও বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করা যায় না। অথচ তারাদাস লেখক হতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর এই চাওয়ার মধ্যে পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত লেখক প্রতিভার কথাও তিনি সগর্বে ব্যক্ত করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি লেখক হতেই চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মাসকয়েক আগে কথাসাহিত্য উৎসবে (২০১০) আকাদেমি সভাঘরে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি অকপটে তাঁর লেখকসত্তাকে নিবিড় করে তুলে ধরতে গিয়ে মূল আলোচনা থেকে সরে এসে ব্যক্তিগত আর্তিকেই প্রকট করে তুলেছিলেন। তিনি জানালেন লেখা ছাড়া অন্য কোনো কাজই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আর তিনি এজন্যই লেখনীধারণ করেছেন। তাঁর রক্তের মধ্যেই যে লেখকসত্তা বর্তমান, তাও তিনি সমবেত শ্রোতাদের জানালেন। সেই লেখায় নিজেকে শারীরিকভাবে সামিল করতে না পারার যন্ত্রণাও তাঁর সজল চোখে নিবিড় হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই না লিখতে পারার আর্তিতে অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত অন্যদিকে মোড় নেয়। কিন্তু তার মধ্যে তারাদাসের শারীরিকভাবে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ মনের ভাষা পড়তে সেদিন কারও অসুবিধা হয়নি। লেখার প্রতি তাঁর এই প্রেমই তাঁকে মাঝে মাঝে গল্পের লেখনীতে সচল রেখেছিল। ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকায় তাঁর সেই গল্পের পরিচয় রয়েছে। আর সেখানেই তাঁর লেখনী থেকে উঠে এসেছে ‘সহোধরা’ (কার্তিক ১৩৯৮)-এর মতো অসাধারণ উপাদেয় গল্প, ‘রসনামঙ্গাল’ (শারদীয় ১৪০৮)-এর মতো নির্মল হাস্যরসের কাহিনি। আবার সেখানেই ঘর নেই’ (শারনীয় ১৪১৫), ‘তুমি আছো’ (শারদীয় ১৪১৬) প্রভৃতি গল্পে তারাদাসের লেখনীতে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমিক ও পরলোক বিশ্বাসী দরদি মনটি নিবিড় হয়ে ওঠে। শেষের গল্পটির মধ্যে লেখনীতে শহুরে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা মূর্ত হয়ে উঠেছে ‘চৌকিদার বারণ করেছিল রাত্তিরবেলা দরজা খুলে বাইরে বেরুতে। এখনো নাকি এ অরণ্যে বাঘের যথেষ্ট উপদ্রব। শুনে মনে মনে হেসেছিলাম---ও বেচারা কি ভেবেছে আমি যেখানে থাকি সেই শহরে হিংস্র জন্তু নেই ? সরল চৌকিদারকে সে কথা বলে লাভ নেই, ওর সারাজীবন কেটেছে প্রকৃতির কাছাকাছি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর লোভ থেকে দূরে। বললেও ও বুঝতে পারবে না সে কি ভয়ঙ্কর জায়গা! সেখানে মানুষ প্রত্যেকদিন পেট ভরে মানুষের মাংস খায়। সে মাংস খুব সস্তায় বিক্রি হয় শহরে, তুলনায় ব্রয়লার মুরগির দাম অনেক বেশি। তবে চৌকিদারকে এসব কথা আমি জানাবো না, নিজের পরিচিত জগতের স্বস্তিতে ও আশ্বস্ত জীবনযাপন করুন।’ এজন্য মনে হয় আধুনিক সভ্যতাগর্বী শহুরে মধ্যবিত্ত সাহিত্যানুরাগী বাঙালির প্রতি একপ্রকার দ্বিধান্বিত মানসিকতাই তারাদাসকে তাঁর আত্মসচেতন প্রকৃতিতে বিভূতিভূষণ-চর্চায় আরও বেশি করে সক্রিয় করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর স্বেচ্ছা উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টিও সুধীজনের শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। শুধু তাই নয়, এজন্য বিভূতিভূষণের বাবলু কাজলের পরিচয়ে মূর্ত হয়ে থাকবেন, তাও অনস্বীকার্য। সেই পরিচয়ই বা কম কীসে!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সবাইকে জেলে ভরলেও মুখ্যমন্ত্রী দুর্গা হয়ে বিজেপি নামক অসুরকে পরাস্ত করবে: নারায়ণ গোস্বামী

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পাচ্ছে। এছাড়াও ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা নিয়ে আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নাস্তানাবুদ করছে তারই প্রতিশোধ নিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিদের দিয়ে ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। আমাদের সব সাংসদ, মন্ত্রী, বিধায়ক ও তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করলেও আমাদের দুর্গা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই লড়ই করে বিজেপি নামক অসুরকে পরাস্ত করবে। এভাবে ইডি, সিবিআই দিয়ে তৃণমূলকে আটকে রাখা যাবে না বলে জানালেন অশোকনগরের বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হওয়া মিছিল ও সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন নারায়ণ। বারাসাত চাঁপাডালি মোড় থেকে কলোনি মোড় পর্যন্ত মছিল হয়। মিছিল শেষে মলোনি মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়। নারায়ণ আরও বলেন আমাদের বর্ষীয়ান নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে এই ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়। বারাসাতের মিছিলে পা মেলান বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক, উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, পুরপিতা সুনিল মুখার্জি, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, ডাঃ সুমিত কুমার সাহা, দেবব্রত পাল, সমির তালুকদার, সমির দত্ত, চম্পক দাস দেবাশিস মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্য আরশাদ উদ জামান সহ অন্যন্যরা। এদিনের মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ পা মেলান।

মধ্যমগ্রামে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসাত সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ নন্দী সহ অন্যান্যরা। এদিন খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দলের নির্দেশেই জেলা জুড়ে এই প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হয়। তার দাবি, যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের ন্যায্য পাওনার জন্য কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে এবং আগামী দিনে যেসব কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তাতে ভয় পাচ্ছে বিজেপি। সেই দিক থেকে মুখ ঘোরাতেই ইডি সিবিআই দিয়ে তৃণমূলকে হেনস্তা করতে চাইছে।

এদিন গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বসিরহাটের সীমান্ত থেকে সুন্দরবন সর্বত্রই তৃণমূলের প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল হয়। বসিরহাটের সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের ১০টি ব্লকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। একদিকে বাসন্তী হাইওয়ে অন্যদিকে সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ-লেবুখালি রোডে প্রতীকী অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। পাশাপাশি ঘোজাডাঙায় সীমান্ত রোডে ইছামতি ব্রিজ থেকে বসিরহাট টাউন হল পর্যন্ত মিছিলে বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতৃত্বরা রাস্তায় নামেন। প্রতিবাদ আন্দোলন ধিক্কার মিছিল শুরু করেন।

এছাড়াও বনমন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র হাবড়াতেও প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়। এছাড়াও দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নৈহাটি, পানিহাটি, বারাকপুর, ভাটপাড়া সহ বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হয়।

শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ রুখতে নিজের কন্যাকে লক্ষী রূপে আরাধনা

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

চারিদিকে শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ রোধ করতে নিজের সাড়ে চার বছরের কন্যাকে লক্ষী রূপে পুজো করে অভিনব উপায়ে শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের প্রতিবাদ জানালেন নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানার নাঘাটা পাড়া এলাকার বাসিন্দা অর্জুন বাগচির পরিবার। লদী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে সারা বিশ্ব যখন ধন-সম্পদ লাভের আশায় লদী মাতার আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের সাড়ে চার বছর বয়সি এক রত্তি শিশু কন্যাকে লদী মাতার আদলে সজ্জিত করে ধর্মীয় রীতি মেনে তাঁকে পুজো করে পৃথিবী থেকে শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের মতো অসামাজিক ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য মা লদীর কাছে কাছে প্রার্থনা জানালেন বাগচি দম্পতি। নাঘাটা এলাকার বাগচি পরিবারের ঠাকুর ঘরের সিংহাসনে মা লদীর প্রতিকৃতি রয়েছে। তার সামনেই এই দিন নিজের শিশু কন্যা অরিত্রিকা বাগচিকে মা লদীর আদলে সজ্জিত করে পুরোহিত ডেকে নিজের কন্যাকে মাতৃরূপে পুজো করলেন অর্জুন বাগচির পরিবারের সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে পরিবারকর্তা অর্জুন বাগচির স্ত্রী ঝুমা বাগচী বলেন, মেয়ে সন্তানকে পরিবারের লদী হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও নারীকে মাতৃ শক্তির আধার রূপে মানা হয় । মূলত সেই কারণেই মা লদীর মৃন্ময়ী মূর্তির বদলে ঘরের মেয়েকেই তাঁরা লদী মাতার রূপে আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি নিজের মেয়েকে ভগবান রূপে আরাধনা করার মধ্যে দিয়ে সমাজ থেকে শিশু নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের মতো অমানবিক ঘটনা চিরতরের জন্য বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। মেয়ের জন্মের পর থেকে তাদের পরিবারের উন্নতি হয়েছে। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত গ্রাম বাংলার বহু জায়গায় বাস্তব জীবনে মেয়েদের পিছন সারিতে ফেলে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কিছু সংখ্যক মানুষজনদের মধ্যে। কন্যা সন্তানদের প্রতি তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ও অসামাজিক মনোভাবকে মুছে দিতেই নিজের কন্যা সন্তানকে মাতৃরূপে আরাধনা করার মধ্যে দিয়ে নারীদের প্রতি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁরা বলে জানান অরিত্রিকা বাগচির বাবা অর্জুন বাগচি। এলাকার বিশিষ্ট পুরোহিত তারক আচার্য বলেন, মেয়েরা মায়ের সমান। মেয়েকে লদী রূপে পুজো করাটা বিধিসম্মত। তিনি জোড়ের সঙ্গে বলেন, সমাজ থেকে শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে প্রত্যেক পরিবারের উচিত মেয়েকে লদী রূপে পুজো করা। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে কুমারী পুজোর প্রচলন থাকলেও কোন শিশু কন্যাকে লদী রূপে আরাধনা করার ঘটনা এখনো পর্যন্ত নজিরবিহীন।

মদ্যপ অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে মারধর, মৃত্যু গর্ভস্থ শিশুর

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

মদ্যপ অবস্থায় অসন্ন প্রসব সম্ভবা স্ত্রীকে মারধর, তার জেরে মৃত সন্তান প্রসব এবং মেয়েটির ঠাকুমাকে মেরে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করল বাবা ও ছেলেকে। অন্যদিকে অপর অভিযুক্ত শাশুড়ি পলাতক। এই ঘটনা সাঁকরাইল থানা এলাকার। গৃহবধূর স্বামী দুলাল মাহাতো এবং শ্বশুর পাঁড়ু মাহাতোকে পুলিশ শুক্রবার সাঁকরাইল থানার শালবনি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন শনিবার অভিযুক্ত ধৃত বাবা ও ছেলেকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল থানার বনপুরা গ্রামের বাসিন্দা বছর বাইশের ফুলন মুখির সাথে শালবনি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গাড়ির চালক দুলাল মাহাতোর বছর দুয়েক আগে প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের বিয়ে মেনে নেয়নি দুলালের বাড়ির লোকজন। বিয়ের পর তাদের ঘরে ঢুকতে দেয়নি দুলালের বাবা-মা। এরা কলাইকুন্ডার পিপড়িতে ঘর ভাড়া করে বসবাস করছিল। কিন্তু অভিযোগ দুলাল অত্যন্ত মদ্যপ প্রকৃতির। অন্য দিকে তার স্ত্রী ফুলনের বাবা, মা কেউ নেই। বাড়িতে তার এক বৃদ্ধা ঠাকুমা রয়েছে। ফুলন এক মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা হলে তাকে দুলাল বনপুরা গ্রামের বাড়িতে ঠাকুমার কাছে রেখে দিয়ে আসে। এরপর আর সে কখনো তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি বলে অভিযোগ। অভিযোগ আরো এরপর তার স্ত্রী যখন আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা তথা ১৩ সেপ্টেম্বর দুলাল বনপুরা গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় এসে ফুলনকে প্রচন্ড মারধোরর করে। পেটে লাথি মেরে ফেলে দেয়। এরপর সে প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। রক্তপাত হতে থাকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর সে স্থানীয় ভাঙাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করায়। সেখানে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন তার গর্ভস্থ শিশু মারা গিয়েছে। সেখান থেকে তাকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সে একটি মৃত কন্য সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। এই ঘটনার পর আবারও গত ২৫ অক্টোবর দুলাল, তার বাবা পাঁড়ু এবং মা পুস্প মাহাতো বনপুরা গ্রামে ফুলনের বাড়িতে চড়াও হয় এবং লাঠি নিয়ে মারধর করে। ফুলনের বৃদ্ধা ঠাকুমা বাসন্তী মুখি আটকাতে গেলে তাকে বেধরক মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হয়। পরদিন চিকিৎসার পর ২৭ অক্টোবর ফুলন সাঁকরাইল থানায় সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অন্যদিকে, অপর অভিযুক্ত শ্বাশুড়ি পুস্প মাহাতো পলাতক।

লক্ষ্মী পুজোয় পঁচেট জুয়েলস্টার ক্লাবের থিম একাল সেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: পুরনো দিনের রেডিও, ক্যামেরা, ডিভিডি, ল্যাম্প, খবরের কাগজ বর্তমান দিনের ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল দিয়ে তৈরি পঁচেট জুয়েলস্টার ক্লাবের লক্ষ্মী পুজোর এবারের থিম 'একাল সেকাল'। পটাশপুরের পঁচেট জুয়েলস্টার ক্লাবের পুজোর বয়স ২৭। পুরনো দিন আর বর্তমান দিনের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে তাদের এবারের থিম 'একাল সেকাল'। পুরনো দিনের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও বর্তমান দিনের বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই থিম। ক্লাবের ৫০ জন সদস্যের হাতে তৈরি এই থিম নজর কাটছে এলাকাবাসীর। অনন্য সুন্দরী প্রতিমা আর থিমের আকর্ষণে পুজোমণ্ডপে ভিড় চমকপ্রদ।

ক্লাবের কর্মকর্তা সৈকত মাইতি বলেন, গ্রামে সর্বজনীন লক্ষ্মী পুজো হয় না। শুধুমাত্র কয়েকটি বাড়িতে পারিবারিক পুজো হয়। সেই কারণে আমরা গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিন দিন ধরে লক্ষ্মীপুজো করি।

খড়গপুরে পথ দুর্ঘটনায় ৬ ফুল চাষির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শনিবার ভোরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় চালক-সহ ৬ জন ফুল চাষির মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খড়গপুর থানা এলাকার ডেবরা টোল প্লাজার কাছে বুড়ামালা বাসস্ট্যান্ডে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চারজন সহ আরো বেশ কয়েকজনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দেউলটি ফুলের বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিকআপ ভ্যানটিতে ফুলের বস্তা তোলা হচ্ছিল। ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ২০-২২ জন ফুল চাষী। ঠিক তখনই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন ফুলচাষির। পরে পিকআপ ভ্যানের চালক সহ আরও তিনজনের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজন ভর্তি আছেন মেদিনীপুর ও খড়গপুর হাসপাতালে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কলকাতা- মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বুড়ামালা বাস স্ট্যান্ডের পাশে ফুল চাষিরা ফুলের বস্তা পিক আপ ভ্যানে তোলার সময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি পিকআপ ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। মুহূর্তে ছিটকে গিয়ে পাশের জলাশয়ে পড়ে যায় পিক আপ ভ্যানটি। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। আহতদের একজনকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বুড়ামালা এলাকা থেকে হাওড়ার দেউলটির ফুল মার্কেটে ফুল নিয়ে যাওয়ার জন্য ফুলের বস্তাগুলি পিকআপ ভ্যানে

তোলা হচ্ছিল। কয়েকজন ভ্যানের উপরে ছিলেন এবং কয়েকজন বস্তা তোলার কাজ করছিলেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা লরিটি ধাক্কা দেয়। কেউ গাড়ির নীচে পিষ্ট হন, কেউ জলে ডুবে যান। ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। জল থেকে কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ৫ জন মৃত ফুল চাষির নাম নান্টু দাস, মানস বাগ, কুশধজ কর, কালীপদ দাস ও টৌটন পাত্র বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পাট গুদামে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গভীর রাতে পাটের গুদামে ভয়াবহ আগুন, ভস্মীভূত কয়েক লক্ষ টাকার পাট। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার শাঁড়াপুল-নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নলাবড়া বাজারের ঘটনা। রাত ২ টো ৩০ মিনিট নাগাদ নলাবড়া বাজারের একটি পাটের গুদামে আগুন লাগে। ঘটনাটি স্থানীয়দের নজরে আসতেই স্বরূপনগর থানাকে খবর দিলে স্বরূপনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পাশাপাশি বসিরহাট দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভায়। আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও তার আগে স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। পাটের গুদামের মালিক জাহাঙ্গীর মণ্ডল জানান, আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার পাট পুড়ে গিয়েছে। যদিও অগ্নি নির্বাপনের কোনও ব্যবস্থা ওই পাটের গুদামে ছিল না। নলাবড়া বাজার কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ মণ্ডল স্বরূপনগর থানার পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। কি করে আগুন লাগল? শট সার্কিট? না কেউ রাতের অন্ধকারে পরিকল্পনা করে আগুন লাগিয়েছে? সবটাই তদন্ত শুরু করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষ্যে নামখানা ব্লকের দেবনগর চাঁদপুর সার্বজনীন লক্ষ্মীপুজো কমিটি এক ধাবাস টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। এই টুর্নামেন্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, নামখানা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অজিত কুমার গিরি প্রমুখ।

স্টোনম্যানের আতঙ্ক সিউড়িতে, পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন যুবককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: লক্ষ্মী পুজোর দিন পাথর দিয়ে যুবককে খুন করার ঘটনায় আতঙ্কে সিউড়ির কলেজ পাড়া। শনিবার ভোরে বিদ্যাসাগর কলেজের পিছনে সিউড়ি সাঁইথিয়া বাইপাস রুটে কলেজপাড়া চৌরাস্তার মোড়ে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভোররাতে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। সকাল পাঁচটা নাগাদ চায়ের দোকান খুলতে এসে এক ব্যক্তিকে রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় ব্যক্তিরা, পরে সিউড়ি থানা মৃতদেহটি সকালবেলায় উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতের পরনে একটি জিন্সের প্যান্ট ও কালচে সবুজ শার্ট ছিল, পাশেই ছিল রক্তমাখা একটি পাথর। তবে মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি। রেনবো ক্লাব চত্বরে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা যায় একটি বাইকে অজ্ঞাত পরিচয় দুজন এসে বছর ত্রিশের ওই যুবককে প্রথমে মারধর করে মোটরবাইকে তোলার চেষ্টা করছে ,তারপরে যখন ওই যুবকটি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে মারধর করে নিচে ফেলে একটি পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। সিসিটিভি ফুটেছে দেখা যায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে যুবকের। এরপরই চম্পট দেয় খুনিরা, সিসিটিভিতে ফুটেজ দেখে নৃশংস এই খুনের মোটিভ কি, এর পেছনে কারা রয়েছে তার তদন্ত নেমেছে বীরভূম পুলিশ। লদী পুজোর দিন প্রকাশ্য রাস্তায় এখনো সেই রক্তের দাগ রয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনায় আতঙ্কিত।

গোঘাটে বড় লক্ষ্মী ও ছোট লক্ষ্মী পুজোকে ঘিরে এলাকার মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় জমজমাট হুগলির বেঙ্গাই গ্রাম। শারোদৎসবের শেষে নতুন করে উৎসব শুরু হয়েছে হুগলি জেলার গোঘাটের একটি জনপদ বেঙ্গাই গ্রামে। ধন লক্ষ্মীর পুজোকে কেন্দ্র করে সেজে উঠছে গোটা বেঙ্গাই গ্রাম। চারিদিকে সবুজ গাছ গাছালি ও সোনালি ধান জমি দিয়ে ঘেরা।মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে চলছে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা। এই গ্রামে দুর্গাপুজোয় নিয়ে মাতামাতি নেই। যত আবেগ লক্ষ্মীপুজোয়। কেননা এই গ্রামেই বড়ো লক্ষ্মী ও ছোট লক্ষ্মী নামে দুই পুজোকে ঘিরে এলাকার মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে। মূলত সাবেকিয়ানাকে কেন্দ্র করে এই পুজোকে ঘিরে জমজমাট পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ধনদেবীর আরাধনাই এখানকার অন্যতম প্রধান উৎসব। আর তাতেই মেতেছে গ্রামবাসীরা। ছোট লক্ষ্মী ও বড় লক্ষ্মী পুজোকে ঘিরে নানা ঘটনা রয়েছে। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোতেই গ্রামবাসীরা নতুন জামা পড়েন। হয় প্রতিমার প্রতিযোগিতা। হুগলি জেলার গোঘাটের বেঙ্গাই গ্রামের মানুষ বছরের সেরা উৎসবে মেতে ওঠেন তারা। সকাল থেকেই ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর পুজোয় সামিল হন গ্রামের মানুষ। হেমন্তের শুরুতে মাঠ জুড়ে ধান। মা লক্ষ্মীর আরাধনাতেই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। প্রায় দুই শতাধিক বছর ধরে বেঙ্গাই গ্রামে ৪২টি ব্যানার্জি পরিবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে বড় লক্ষ্মীর পুজো করেন এবং অপরদিকে ওই গ্রামেরই ভট্টাচার্য পরিবারগুলি ছোট লক্ষ্মীর পুজো করেন।

দেগঙ্গায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনা, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: দেগঙ্গায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। আহত হয়েছেন ৬ জন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম বুলবুল পাড়ুই (৫০)। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। আহতদের দু'জনকে বারাসাত হাসপাতালে এবং বাকিদের স্থানীয় বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার পথ দুর্ঘটনা দুটি ঘটেছে দেগঙ্গা এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিগ্রাম গ্রামে বারাসত বাইপাসে। এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ মালিগ্রামের কাছে একটি ম্যাক্স ও চারচাকা গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ছয়জন আহত হয়েছে। প্রচন্ড ধাক্কায় ম্যাক্স গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি বন্ধ থাকা গোডাউনে গিয়ে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় চার চাকার গাড়ির চারজন যাত্রীসহ মোট ছয় জন গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভর্তি করে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ম্যাক্স গাড়ির চালক ও খালাসিকে বারাসত জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে দেগঙ্গার সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্বেতপুর এলাকায় সোহাই-শ্বেতপুর রোডে। যাত্রীবাহী একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গৃহবধূকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। গুরুতর আঘাত লাগে গৃহবধূর। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বারাসত জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সংশোধনী

জেপিএম এক্সপোর্ট প্রা লি (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত বিক্রয় নোটিশ ২৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল, অনুগ্রহ করে পড়ুন : ইওআই এবং অন্যান্য নথি দাখিল- ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।

অভিষেক গুপ্তা-লিকুইডেটর
জেপিএম এক্সপোর্ট প্রা লি (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-003/IP-N000135/2017-2018/11499
রেজি.ঠিকানা : সিকে-১০৪,সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০০৯১
রেজি. ইমেল : avishek@optimusresolution.net
যোগাযোগ ইমেল : jpmexports.cirp@gmail.com
তারিখ : ২৯.১০.২০২৩, স্থান : কলকাতা

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

Azadi Ka Amrit Mahotsav

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র.নং. [১]। **টেন্ডার নং : সিএলডব্লু_টিএম_১৮০৬০_(পার্ট-II)। কাজের নাম :** সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন থেকে রোটর শাফ্ট (রাফ মেশিন্ড) এবং ডামি পিনিয়ন সংগ্রহ, রোটর শাফ্টের মেশিনিং (ফিনিশ মেশিন্ড) ড্রইং নং ১টিডব্লুডি. ০৯৬.০০৯, অল্ট - ১ এবং ২টিজেএফ.০৯৬.০১৫ অল্ট-৪, স্পেসিফিকেশন নং ৪টিএমএস.০৯৬.০৭১, রিভ-১ অনুযায়ী, সিএনসি মেশিন দ্বারা এবং সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনে ডামি পিনিয়ন সহ সেগুলির ডেলিভারি। **টেন্ডার মূল্য (টাকা) :** ₹ ৭৬,৯৭,০০০/- সকল কর সহ। **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) :** শূন্য। **বায়নামূল্য জমা (টাকা) :** ₹ ১,৫৩,৯০০/-। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ০৪ মাস। **দ্রষ্টব্য : (i) বন্ধের তারিখ : ১৩.১১.২০২৩ দুপুর ১টা। (ii)** সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **(iii) টেন্ডার আহ্বায়ক কর্তৃপক্ষ :** ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিএমএম। **(iv) যোগাযোগের নং :** ৯১৬৩৩৪০৩১৪। **(v) ইমেল আইডি : dyceetmm@clw.railnet.gov.in**
PR8/216 ডে. সিইই/টিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন : www.facebookcom/clwrailways

রিলায়েন্স জুট মিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড
CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: financeho@reliancejute.com ● ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩০.০৯.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৮৫৯৬	১৭৯৩১	৯৩২৫
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	২২	৩২	(৬৬৮)
৩.	সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	২১	২৪	(৬৬৮)
৪.	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি)	২১	২৪	(৬৬৮)
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৯	২৫৯	২৫৯
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	০	৩২	১২৫
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত	(৪১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী)	(৪১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী)	(৩২১৯) (৩১.০৩.২০২২ তারিখ অনুযায়ী)
৮.	সাধারণ শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	০.৮১	০.৯৪	(২৫.৭৮)

দ্রষ্টব্য:
১) উপরেরটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliancejute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ অক্টোবর, ২০২৩

সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

বিজেপিতে আদর্শ নেই, আমাদের মতো লোকেরা থাকতে পারেন না: হরকালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: 'ভারতীয় জনতা পার্টিতে নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই, তাই সেখানে আমাদের মতো লোকেরা থাকতে পারেন না।' বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে বললেন কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। বিধানসভা কেন্দ্রে আসতেই তাঁকে সংবর্ধনা দিল তৃণমূল নেতৃত্ব।

গত ২৬ তারিখ তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মহলের মত, হরকালী প্রতিহার তৃণমূল কংগ্রেসে আসাতে রীতিমতো ব্যাকফুটে পদ্ম শিবির। এই যোগদান লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা পদ্ম শিবিরের কাছে।

কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে হরকালী প্রতিহার আসতেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। এদিন মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা হরকালী প্রতিহারকে সংবর্ধনা জানান। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিধায়ক হরকালি প্রতিহার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টিতে নীতি আদর্শ বলে এখন আর কিছুই নেই৷ তাই আমাদের মতো মানুষরা ওখানে আর থাকতে পারেন না। তাই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম।'

রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এটা ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র ছাড়া এসব হতে পারে না।' এছাড়াও তিনি দাবি করেন, আগামী দিনে তাঁর মতো আরও অনেকেই রয়েছেন যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে আসার জন্য তৈরি রয়েছেন।

হাসপাতালের সিটি স্ক্যান বিভাগের জেনারেটরের কেবল চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল জেলা হাসপাতাল চত্বরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে বলে দাবি। এবার চুরি হল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সিটি স্ক্যান বিভাগের জেনারেটরের মেন তার। ঘটনার জেরে হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালের তরফে গোটা ঘটনার কথা জানিয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

এই ঘটনার দিন কয়েক আগে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পুরনো ভবনের জেনারেটরের কেবল চুরি হয়। তার আগে আসানসোল জেলা হাসপাতাল চত্বরে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে, আসানসোল জেলা হাসপাতাল চত্বরে সুপার স্পেশালিটি ভবনে একটি সিটি স্ক্যান বিভাগ রয়েছে। একটি বেসরকারি ডায়গনস্টিক সংস্থার দায়িত্বে রয়েছে এই বিভাগ। এই

বিভাগের জন্য একটি ১৬৫ কেভির জেনারেটর রয়েছে। সংস্থার কর্মীদের দাবি, তাঁরা লক্ষ্য করেন জেনারেটরের মেন কানেকশন কেবল, আর্থিং কেবল ও আর্থিং পাত্তি নেই। তাঁরা বুঝতে পারেন যে সেগুলো কেউ বা কারা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ওই সংস্থার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি স্বপন পান্ডা গোটা বিষয়টি লিখিত ভাবে জেলা হাসপাতালের সুপার ড. নিখিল চন্দ্র দাসকে জানান। সুপার বলেন, 'গোটা বিষয়টি আসানসোল দক্ষিণ থানায় লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে।'

জেনারেটরের কেবল চুরি হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সিটি স্ক্যান বিভাগের পরিষেবা দেওয়া কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা করে তা সামাল দেয়। অভিযোগ, সন্ধ্যা নামতেই জেলা হাসপাতাল চত্বরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করে। রাত হলে তার সংখ্যাটা বাড়ে। আনাচে-কানাচে জটলা করে মদ খাওয়া ও জুয়া খেলার আসর বসে। এই হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীদের আবাসন। অনেক রোগীর পরিবারের সদস্যরা রাতে হাসপাতালে থাকেন। এইভাবে চুরির ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা আতঙ্কিত। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশের টহল বাড়ানো হোক।

উল্লেখ্য, হাসপাতাল চত্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে। তবুও এই ধরনের ঘটনা প্রশ্ন তুলছে জেলা হাসপাতালের নিরাপত্তার নজরদারি নিয়ে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার সকালে কাঁকসার ১১ মাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটে কাঁকসার ১১ মাইল বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দশরথ মণ্ডল, মাঝবয়সি দশরথবাবুর বাড়ি কাঁকসার মাজুরিয়া গ্রামে। কর্মসূত্রে তিনি থাকতেন দুর্গাপুরের সিটিসেন্টার সংলগ্ন পিয়ালা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাইক আরোহী পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে বীরভূমের দিকে যাওয়ার সময় একটি ট্রেলারকে অতিক্রম করতে গিয়ে সামনে এক সাইকেল আরোহী চলে আসায় তঁকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান। পিছনে থাকা ট্রেলারের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার জেরে মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে রাজ্য সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। আটক করা হয়েছে ট্রেলারটিকে।

হাসপাতালের বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে হাসপাতালের আউটডোরের একতলার র‍্যাম্পের ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত মহিলার নাম ডলি সরকার, বয়স আনুমানিক ৬৩ বছর। তাঁর বাড়ি বর্ধমান শহরের বড় নীলপুরের শান্তিপাড়া এলাকায়।

মৃতের মেয়ে দীপাঞ্জনা সরকারের দাবি, 'মায়ের হার্টের সমস্যা ছিল। পেসমেকারও বসানো ছিল। অনাময় হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করানো হত। গত দু'দিন ধরে বুকে ব্যথা বেড়েছিল, সেই কারণে মাকে নিয়ে শনিবার সকালে অনাময় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে দেখানোর পর সেখানকার চিকিৎসক বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চেস্ট চিকিৎসকের কাছে রেফার করে দেন। শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ বর্ধমান মেডিক্যালের আউটডোরে মাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। তখনই হাসপাতালের আউটডোরের বাইরে র‍্যাম্পের ধারে বসতে গিয়ে ওপর থেকে নীচে পড়ে যান মা। সঙ্গে সঙ্গে আউটডোর থেকে অ্যাম্বুল্যান্স করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মাকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।' পুলিশ অস্বাভাবিক একটি মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

সোনামুখীর জঙ্গলেই অবস্থান হাতির দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখীর জঙ্গলেই এখনও অবস্থান করছে হাতির দল। বন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জঙ্গলটি।

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগে ইতিমধ্যেই ৪৪টি হাতির একটি দল অবস্থান করছে, আবার নতুন করে ২৫টি হাতির একটি দল বিষ্ণুপুর জঙ্গল থেকে সোনামুখীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, বিজয়া দশমীর দিন একটি হস্তির শাবক জন্মগ্রহণ করে, যে কারণেই বন দপ্তর এবং গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ভালোবেসে তাকে নাম দেওয়া হয় বিজয়। শুক্রবার ভোররাতে বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে জয়পুরের জঙ্গল থেকে সোনামুখীর জঙ্গলে প্রবেশ করে হাতির দলটি। তবে জয়পুর এবং বিষ্ণুপুরের বেশ কিছু জায়গার কৃষকদের দাবি, তাঁদের পাকা ধানের ক্ষতি করেছে হাতির দলটি।

বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কারও যদি কোনও ক্ষতি হয় তাঁরা বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ পাবেন। জঙ্গল এলাকার সমস্ত মানুষ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সকলকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে বন দপ্তরের তরফ থেকে। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে সতর্ক করে জানানো হয়েছে, কেউ যাতে এখন জঙ্গলে না যান।

সজলধারার জল না পেয়ে নিজেদের অর্থ ব্যয়ে নলকূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বিকল হয়ে পড়ে আছে নলকূপ, এলাকায় সজলধারা প্রকল্পের জল পৌঁছয়নি বলে দাবি। যার কারণে এলাকার মানুষকে জলে আনতে যেতে হয় পাশের পাড়ায়। এলাকাবাসী তাঁদের সমস্যার কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত ও বিডিওকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার মন্তেশ্বরের দাসপাড়ার বাসিন্দাদের। তাই আর তাঁরা প্রশাসনের ওপর ভরসা না করে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে পানীয় জলের একটি নলকূপ বসান।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভোট এলেই সব দলের নেতারা গ্রামে ঢুকে এলাকার মানুষকে নানান প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট মিটতেই প্রতিশ্রুতি পালন তো দূরের কথা উলটে কারও দেখা পাওয়া যায় না। গ্রামবাসীদের দাবি, সদ্য পেরিয়েছে পঞ্চায়েত ভোট। ভোটের আগে মন্তেশ্বরের দাসপাড়া গ্রামে প্রচণ্ড গরমে দু'টি নলকূপ খারাপ হয়ে যাওয়ায় ও সজলধারার জল না মেলায় জলসংকটে ভুগছিলেন । পঞ্চায়েত ভোট আসতেই গ্রামবাসীদের জলের দাবি পূরণ করে দেওয়া হবে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভোট প্রচারে আসা বিভিন্ন দলের নেতা কর্মীরা।

কিন্তু ভোট মিটতেই সমস্যা যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত ও বিডিওকে জানিয়েও কোনও সুরাহা না মেলায় শেষমেশ গ্রামবাসীরা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে একটি পানীয় জলের কলের ব্যবস্থা করেন। কেন সরকারি সুবিধার জলের কল বসেনি তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মন্তেশ্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।

গ্রেপ্তারি এড়াতে চোলাই কারবারির ক্যানেলে ঝাঁপের দাবি, চলছে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুলিশের নজর এড়িয়ে রমরমিয়ে বেআইনি চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি করার খবর পেয়ে আবগারি দপ্তরের একটি দল শুক্রবার অভিযান চালায় বর্ধমান শহরের একাধিক এলাকায়। আবগারি দপ্তরের অভিযানের আগাম খবর পেয়ে গ্রেপ্তারি এড়াতে এক বৃদ্ধ চোলাই কারবারি সটান ঝাঁপ মেরে দেন জল ভর্তি ডিভিসির ক্যানেলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকের দাবি, হঠাৎ করে একজনকে ক্যানেলের জলে ঝাঁ পাতে দেখা যায়। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমানের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড এর ফকিরপুর ক্যানেল পাড় এলাকায়। যদিও বর্ধমান সদর আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের কোনও ঘটনা তাদের অভিযান চলাকালীন ঘটেছে বলে কেউ অভিযোগ করেনি। বর্ধমান থানা সূত্রে অভিযানের অনেক পর এই বিষয়ে ফোন করে জানানো হয়।

বর্ধমান জেলা পুলিশের ডিএসপি রাকেশ চৌধুরী বলেন, 'শুক্রবার সন্ধ্যায় ফকিরপুর ক্যানেল বাঁধ এলাকার বাসিন্দা গণেশ মল্লিক (৬০) নামে বৃদ্ধ ডিভিসির ক্যানেলে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন বলে খবর আসে বর্ধমান থানায়। শুক্রবার রাতেই নৌকা নামিয়ে খোঁজখুঁজি করা হয়েছিল। শনিবার সকালে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা ফের ক্যানেলে নেমে তল্লাশি অভিযান চালান। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান মেলেনি। তবে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ গণেশ মল্লিক এলাকায় একজন ভালো সাঁতারু হিসেবে পরিচিত। ফলে ক্যানেলে ঝাঁপ দেওয়ার পর ওই ব্যক্তি কোনও কারণে তলিয়ে গিয়েছেন, নাকি পুলিশের ভয়ে সাঁতার কেটে অন্যত্র উঠে গা ঢাকা দিয়েছেন, সে ব্যাপারে এলাকার অনেকের মধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যদিও বর্ধমান থানার পুলিশ নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে ক্যানেলে তল্লাশি জারি রেখেছে।

কৈলাস, চন্দ্রযান ৩, বৃহৎ সামুদ্রিক কাঁকড়া সহ নানা থিমের মণ্ডপে পুরশুড়ায় লক্ষ্মী

বনস্পতি দে ● হুগলি

দুর্গাপুজো নয় লক্ষ্মীপুজোয় আনন্দে মেতে ওঠেন পুরশুড়াবাসী। কৈলাস পাহাড় থেকে চন্দ্রযান ৩, বৃহৎ সামুদ্রিক কাঁকড়া সহ ছোটবড় নানা থিমের মণ্ডপে এসেছেন মা লক্ষ্মী। ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতে কৃষিপ্রধান পুরশুড়া। মণ্ডপ ও রাস্তার দু'ধার আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে। রাজ্য স্তার দু'পাশে মেলা বসেছে। প্রথা মতে দেবীর পুজো এবার শনিবার। উৎসব ও মেলা সাতদিন ধরে চলবে।

দেবী দুর্গা নন, মা লক্ষ্মী হয়ে উঠেছেন পুরশুড়ার বাসিন্দাদের প্রধান আরাধ্যা দেবী। লক্ষাধিক টাকা খরচ করে পুজোর থিমের মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। পুরশুড়ার সোদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে পঞ্চাননতলা পর্যন্ত মণ্ডপের সঙ্গে রাস্তার দু'পাশ একের পর এক মণ্ডপ সেজে উঠছে। মসিনান গ্রামের বেরা পাড়ার শ্রদ্ধাঞ্জলি সঙ্ঘে পুজোর থিম এবার কৈলাস পাহাড়। মণ্ডপের ওপরে দেবাদিদেব শিব অধিষ্ঠান করছেন। মণ্ডপের ভিতর গুহার আকারে সাজানো হয়েছে।

একটি ক্লাবের সম্পাদক বলেন, 'লক্ষ্মীপুজো আমাদের এলাকার প্রধান উৎসব। মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে।' পুজো কমিটির এক মহিলা সদস্য বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবারও আলপনা দেওয়া থেকে পুজোর জোগাড় মেয়েরা করবেন। সারা বছর লক্ষ্মী পুজোর জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি। প্রার্থনা করি দেবী লক্ষ্মী সবসময় যেন আমাদের ঘরে অধিষ্ঠান করেন।'

পুরশুড়ায় লক্ষ্মীপুজো ঘিরে যে বৃহৎমাপের উৎসব হয় তার সূচনা হয়েছিল নিমডাঙ্গি বড়লক্ষ্মী তলার লক্ষ্মীপুজো থেকে। নিমডাঙ্গি সম্প্রীতি সঙ্ঘের সম্পাদক জগন্নাথ ভক্ত বলেন, 'আমাদের পুজো ৪৩ বছরে পদার্পণ করেছে। এই এলাকায় ধুমধাম করে আমরা প্রথম দেবীর আরাধনা শুরু করি। তারপরে একাধিক থিম পুজোর প্রচলন হয়। এখন জেলার মানুষের কাছে এই পুজো অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।' এবার এখানে লক্ষ্মী পুজোর থিম ঐতিহ্য বেঁচে থাক। পুরনো দিনের বড় হাত পাখা, কুলো, ধামা ও ঘট কলসি দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হয়েছে। রীতি মেনে পুজো হয়। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা ভিড় সামলাবেন। সোদপুর পাঁজা পাড়ার শ্রীধর বিষ্ণু সঙ্ঘের পুজোর থিম সামুদ্রিক বৃহৎ কাঁকড়া। কাঁকড়ার আদলে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। ক্লাবের সভাপতি অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের পুজো এবার ১৬ বছরে পড়ল। পুজোর একমাস আগে থেকেই মণ্ডপ সজ্জার কাজ শুরু হয়েছে।'

এই পুজোয় বাড়ির মহিলারাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন।সর্বত্র উৎসবের আমেজ কমে এলেও পুরশুড়ায় লক্ষ্মী পুজোতে বিভিন্ন জায়গায় থিমের প্যান্ডেল এবং আলোকসজ্জার দেখে আরও সাতদিন আনন্দে মাতোহারা হয়ে উঠবে এলাকাবাসী।

হাতির থেকে ফসল বাঁচাতে গজলক্ষ্মী আজও পূজিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার রামকানালি গ্রামে হাতির হাত থেকে ফসল বাঁচাতে গজলক্ষ্মী পুজো এক শতাধিক বছরের পুরনো, যা আজও ধুমধাম করে হয়।

বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন অংশ একটা সময় জঙ্গল অধ্যুষিত থাকে সেই সময় দলমার দামালদের আনাগোনা ছিল আজ থেকে একশো বছর আগেও। তারই প্রমাণ মেলে জেলার বেলিয়াতোড় থানার রামকানালি গ্রামের গজলক্ষ্মীর আরাধনায়। এই গ্রামে আজ থেকে প্রায় ১২৬ বছর আগে হাতির তাণ্ডব থেকে জমির ধান, মাঠের ফসল, ঘরবাড়ি এমনকি নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে গ্রামের পূর্বপুরুষরা প্রচলন করেন দেবী গজলক্ষ্মীর পুজোর। এখানে দেবী লক্ষ্মী গজ অর্থাৎ হাতির পিঠে অধিষ্ঠাত্রী। দু'দিকে দুই সখী বেষ্টন করে আছেন দেবী প্রতিমাকে। আর একচালার প্রতিমার ওপরে দু'পাশে থাকে দুই ময়ূর। এই অভিনব আদলে তৈরি লক্ষ্মী প্রতিমাই এই গ্রামে পূজিত হয়ে আসছে।

কথিত আছে, এক সময় এই রামকানালি গ্রামে হাতির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। তখন গজ বাহিনীর হামলার হাত থেকে রেহাই পেতে এই গজলক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করেন তাঁরা। এই গ্রামের মানুষজনের বিশ্বাস, আজও গ্রামে হাতির হানা থেকে শস্য বাঁচাতে হলে এই দেবীর কৃপা লাভ করতেই হবে।

প্রায় ১২৬ বছর ধরে পূর্বপুরুষের ধারা মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে কোজাগরী পূর্ণিমায় ফি বছর দেবী গজলক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করে আসছেন রামকানালি গ্রামের বাসিন্দারা। এই পুজোয় জাঁকজমক হয়। আত্মীয়স্বজনরাও এই লক্ষ্মীপুজোর দিনে সবাই একে একে আসতে আরম্ভ করে। শুধু এই গ্রাম নয়, আশপাশে ১৫ থেকে ২০টি গ্রামের মানুষ লক্ষ্মীপুজো দেখতে আসেন এবং পুজোর অংশগ্রহণ করেন। গ্রামে বাউল সংগীত এবং তার সঙ্গে চার দিন ধরে চলে বিভিন্ন সংগীতের অনুষ্ঠান। ধর্মীয় উপাচার মেনে পালিত হচ্ছে রামকানালি গ্রামের গজলক্ষ্মী পুজো।

হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের আয়োজনে পূজিতা ধনদেবী

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

বাঁকুড়ার ধানসিমলায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের আয়োজনে পূজিতা হন ধনদেবী।

শম্ভুনাথ কর্মকার মণ্ডপ বাঁধছেন। সাহায্য করছেন ইউসুফ মণ্ডল। প্রতিমা আনছেন মধুসূদন সাহা আর পুজোর ফল কাটছেন মেহের আলি শেখ, আব্দুর রহমান মিদ্যারা। বছরের পর বছর ধরে ধনদেবীর আরাধনায় এলাকার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের এমন অনন্য সম্প্রীতির ছবি উঠে আসে বাঁকুড়ার ধানসিমলা সর্বজনীন লদীপুজোর মণ্ডপে।

বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের ধানসিমলা গ্রামে বছরের পর বছর ধরে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছেন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। বাজারে একে অপরের গায়ে লাগানো দোকানে ব্যবসা করার পাশাপাশি একে অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো এমনকি একে অপরের উৎসবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আয়োজন ও উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠার রেওয়াজ এই গ্রামের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের মজ্জাগত।

গত দশ বছর আগে এই গ্রামেই শুরু হয় ধনদেবীর আরাধনা। স্বাভাবিক ভাবেই সেই আরাধনায় হিন্দুদের পাশাপাশি যুক্ত হয়ে পড়েন গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনও। লদীপুজোর আয়োজক কমিটিতে শম্ভুনাথ কর্মকারের পাশাপাশি নাম লেখা হয় শেখ মেহের আলিরও। মণ্ডপ বাঁধা থেকে বাজার করা, ফল কাটা, ভোগের আয়োজন সবেতেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন প্রকাশ কর্মকার, মধুসূদন সাহা, স্বপন নাগ, ইউসুফ মণ্ডল, মেহের আলি শেখ, আব্দুর রহমান মিদ্যা, রহমত শেখরা। ধনদেবীর পুজো করে আনন্দ উচ্ছ্বাসে একই সঙ্গে মেতে ওঠেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের দাবি, সারা বছর তাঁরা একসঙ্গে বসবাস করেন। তাই পুজো বা উৎসবের সময় নিজেদের আর পৃথক করা যায় না।

বুরারি কাণ্ডের ছায়া গুজরাতে, একই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যু

সুরাত, ২৮ অক্টোবর: দিল্লির বুরারি কাণ্ডের ছায়া এবার গুজরাতে। সুরাতে একই পরিবারের তিন শিশু-সহ ৭ জনের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আর্থিক অনটনের জেরে আত্মঘাতী হয়েছে পরিবারটি। যদিও এখনই মৃত্যুর কারণ নিয়ে নিশ্চিত নন তারা। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে দিল্লিতে একই বাড়ির মোট ১১ জন সদস্য আত্মঘাতী হয়েছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়েই ওই সিদ্ধান্তের পথে হেঁটেছিলেন তাঁরা বলে জানতে পারে পুলিশ। গুজরাতের সুরাত শহরের ঘটনা তেমন কি না, তা পুলিশি তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুরাতে আত্মঘাতী মৃতেরা হলেন মণীশ সোলাঙ্কি এবং তাঁর স্ত্রী রিতা, মণীশের বাবা কানু এবং মা শোভা। মণীশ-রিতার তিন সন্তান দিশা, কাব্য এবং কুশল। জানা গিয়েছে, আসবাবের বড় ব্যবসা ছিল মণীশের। ৩৫ জন কর্মী ছিল তাঁর। শনিবার সকালে কর্মীরা ফোনে যোগাযোগ করে না পেয়ে বাড়িতে যান। বারবার ডাকার পরেও দরজা না খোলায় বাড়ির পিছন দিকের একটি জানলা ভাঙা হয়। তখনই দেখা যায় ভয়াবহ দৃশ্য। এর পরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। সুরাতের ডিসিপি রাকেশ বারোট বলেন, 'সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণেই চরম সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারটি। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।' যদিও আর্থিক অনটনই যে সাতজনের মৃত্যুর কারণ সেই বিষয়ে নিশ্চিত নয় পুলিশ।

অরুণাচলে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত সুবনসিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

ইটানগর, ২৮ অক্টোবর: সিকিমের মতো বিপর্যের আশঙ্কা! এবার অরুণাচল প্রদেশের নির্মীয়মাণ নদীবাঁধের কাছে ভয়াবহ ভূমিধস নেমেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুবনসিরি নদীর উপর নির্মিত ২০০০ মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও। সুবনসিরি নদীর গতিপথ কার্যত বদলে গিয়েছে। ফলে ওই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জলের ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেটা হলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই প্রকল্প।

ভূমিধসের পর সুবনসিরি নদীর উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, উপর থেকে বড়-বড় পাথরের স্তূপ প্রায় ৩০০ মিটার নীচে নেমে আসছে। যার ফলে সুবনসিরি নদীর একটি ডাইভারশন টানেল অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং নদীতে জলের প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। জাতীয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কর্পোরেশন জানিয়েছে, সুবনসিরি নিম্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের এটি একমাত্র ডাইভারশন টানেল। এর আগে ভূমিধসের জেরে চারটি টনেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটিতেও জলের প্রবাহ কমে গেলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি চালু হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সুবনসিরি নদীর উপর নির্মীয়মাণ বাঁধের কাছে ভূমিধসের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। প্রকল্পটির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে গত তিনবছরে এরকম চারটি ভূমিধস হল। গত বছর এপ্রিলে ভূমিধসের জেরে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি দেওয়াল ভেঙে পড়ে। তবে ভূমিধসের জেরে নদীবাঁধ নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ বন্ধ হবে না, আগামী বছর মার্চের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে বলে দাবি এনএইচপিসি কর্তৃপক্ষের।

মহুয়ার চিঠি সত্ত্বেও আবার তলব এথিক্স কমিটির

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' বিতর্কে লোকসভার এথিক্স কমিটি আবার তলব করল তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। এর আগে তাঁকে যে দিন ডাকা হয়েছিল, সে দিন যেতে পারছেন না বলে কমিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছিলেন মহুয়া। তিনি হাজিরার জন্য কিছুটা সময়ও চেয়েছিলেন। মহুয়ার চাওয়া সেই সময়ের আগেই তাঁকে আবার তলব করা হয়েছে। আগামী ২ নভেম্বর সকাল ১১টায় মহুয়াকে সংসদের এথিক্স কমিটির ঘরে হাজিরা দিতে হবে।

এর আগে ৩১ অক্টোবর মহুয়াকে তলব করেছিল এথিক্স কমিটি। সে দিন যেতে পারছেন না বলে জানান তৃণমূল সাংসদ। মহুয়া চিঠিতে লিখেছিলেন, ৩০ অক্টোবর থেকে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় বিজয় সম্মেলন রয়েছে। সেগুলি সব আগে থেকে ঠিক করা। তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। তাই তিনি ৩১ তারিখ দিল্লিতে থাকতে পারছেন না। ৫ নভেম্বরের পর তাঁকে কমিটির সুবিধা অনুযায়ী যে কোনও দিন, যে কোনও সময় ডাকা হলে তিনি হাজির হবেন। ওই চিঠিতে মহুয়া এ-ও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে নিজের বক্তব্য কমিটির সামনে বলতে আগ্রহী।

গাজা-সঙ্কটে মানবিক কারণে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পেশ, অংশ নেয়নি ভারত

গাজা, ২৮ অক্টোবর: ২২ দিনে পা রেখেছে প্যালেস্টাইন জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস বনাম ইজরায়েলের রক্তক্ষয়ী সংঘাত। মধ্যপ্রাচ্যের এই লড়াইয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। এই লড়াইয়ের যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয় রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে। কিন্তু এই প্রস্তাব পাশের ভোটাভুটিতে অংশই নেয়নি ভারত। প্রস্তাবিত খসড়ায় হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর উল্লেখ না থাকার কারণেই নয়াদিল্লির এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জর্ডনের পক্ষ থেকে ওই প্রস্তাবটি পেশ করা হয়। খসড়াটিতে মানবিক স্বার্থে গাজায় যুদ্ধবিরতির কথা বলা হলেও ইজরায়েলের বুকে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলার কোনও উল্লেখ করা হয়নি। যার কারণে প্রস্তাব পাশের ভোটাভুটিতে অংশ নেয়নি ভারত। কানাডার পক্ষ থেকে খসড়াটি সংশোধনের প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে ১২০টি সদস্য দেশ। বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ১৪টি দেশ। ভারত-সহ ৪৫ সদস্যরাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল। যার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, জাপান, ইউক্রেন এবং ব্রিটেনের মতো দেশও।

প্রস্তাবে ভোট না দেওয়া নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের ডেপুটি পার্মান্যান্ট রেপ্রেসেন্টেটিভ যোজনা প্যাটেল বলেন, তম অক্টোবর ইজরায়েলে যে জঙ্গি হামলা হয়েছে তা খুবই গুরুতর। এর নিন্দা হওয়া উচিত। আমরা পণবন্দিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। সন্ত্রাসবাদ কোনও সীমান্ত, জাতীয়তা জানে না। বিশ্বের কোনও দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনও যুক্তি গ্রহণ করা উচিত নয়। সমস্ত মতবিরোধকে দূরে রেখে আমাদের সকলের উচিত সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা। তিনি আরও বলেন, আমাদের সকলের প্রয়োজন মানবিক সংকট মোকাবিলা করার। যেসব দেশ এই লড়াই থামানোর চেষ্টা করছে ও গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠাচ্ছে আমরা তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। ভারতও এই একই প্রচেষ্টা করছে।

দিল্লিতে ঘরে ঢুকে তরুণীকে গুলি দুই দুষ্কৃতীর

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: দিল্লিতে মুখোশধারী আততায়ীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন এক ২৪ বছরের তরুণী। শুক্রবার রাত ৯টায় তারা হামলা চালায়। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, রাতে আচমকাই মোটরসাইকেলে চেপে ঘটনাস্থলে হাজির হয় দুই আততায়ী। তাদের মুখে ছিল মুখোশ। তরুণীর বাড়ি ঢুকে গুলি চালায় তারা। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন পূজা যাদব।

দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন পূজাকে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, স্থানীয় বাসিন্দারা গুলির শব্দ শুনে সেখানে হাজির হন। তাঁরা তাড়া করেন আততায়ীদের। কিন্তু মুখোশধারীরা দ্রুত মোটরসাইকেলে চড়েই চম্পট দেয়। যদিও পুলিশ শেষপর্যন্ত মোটরসাইকেলটি বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু তাতে কোনও নম্বরপ্লেট না থাকায় বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। চেষ্টা করা হচ্ছে হামলাকারীদের শনাক্ত করার। তবে শেষ খবর পর্যন্ত পুলিশ কোনও সূত্র পায়নি। ফলে কাউকে গ্রেপ্তার করাও সম্ভব হয়নি।

ঠিকমতো হিজাব না পরায় পুলিশি মারে প্রাণ হারাল ইরানের এক কিশোরী

তেহরান, ২৮ অক্টোবর: মাহসা কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ইরানে! 'ঠিকমতো' হিজাব না পরায় পুলিশি মারে প্রাণ হারাল এক কিশোরী। আরমিতা জেরাভান্দ নামের ওই কিশোরী ২৮ দিন কোমায় ছিলেন। অবশেষে শনিবার মৃত্যু হল তার।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, হিজাব না পরায় আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল আরমিতা জেরাভান্দ নামের ১৬ বছরের ওই তরুণীকে। গত ৩ অক্টোবর তেহরান মেট্রোয় ওই কিশোরীকে প্রবল মারধর করে সরকারি বাহিনীর লোকজন। শোনা গিয়েছিল, ঘটনাটি চেপে যাওয়ার জন্য তার পরিবারের উপর চাপ তৈরি করছে প্রশাসন। অবশেষে হাসপাতালে মৃত্যু হল সেই কিশোরীর।

উল্লেখ্য, ২০২২-এর ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানে নীতি পুলিশের মারে মৃত্যু হয় ২২ বছরের কুর্দ তরুণী মাহসা আমিনির। জানা যায়, হিজাব না পরায় তাঁকে আটক করেছিল পুলিশ। হেফাজতে থাকাকালীনই নীতি পুলিশের মারে মৃত্যু হয় মাহসার। মাহসা আমিনির মৃত্যুতে কেঁদেছিল গোটা দুনিয়া। চোখের জল ফেলেছে ইরানও।

হিজাবের শিকল ভেঙে ফেলতে বেনজির গণউত্থানের সাক্ষী থেকেছে ইসলামিক দেশটি। তবে 'মোল্লাতন্ত্রে'র নিয়ন্ত্রণে থাকা তেহরানে পরিস্থিতি বিশেষ পালটায়নি। রাষ্ট্রের মদতে নারী নির্যাতন অব্যাহত। ফের তাণ্ডব শুরু করেছে নীতি পুলিশ। সেই নির্যাতনের শিকার হয়েই প্রাণ গেল আর এক কিশোরীর, অভিযোগ তেমনই।

খুনের হুমকি পেলেন মুকেশ আম্বানি

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর: মুকেশ আম্বানিকে খুনের হুমকি। ২০ কোটি টাকা না দিলে মুকেশ আম্বানিকে খুন করা হবে, ইমেইল মারফত এমনই হুমকি দেওয়া হল। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, চলতি সপ্তাহেই এই উড়ো ইমেইল পেয়েছেন মুকেশ আম্বানি। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির কাছে একটি ইমেইল আসে। তাতে লেখা, 'যদি আমাদের ২০ কোটি টাকা না দেন, তবে আমরা আপনাকে খুন করব। আমাদের দেশে সবথেকে সেরা শ্যুটার রয়েছে।'

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শাদাব খান নামক এক ব্যক্তির ইমেইল আইডি থেকে এই হুমকি বার্তা এসেছিল। মুকেশ আম্বানির নিরাপত্তারক্ষীই প্রথম উড়ো মেসেজ দেখতে পান। তারপরই গামদেভি পুলিশ স্টেশনে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৭ ও ৫০৬(২) ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার খুনের হুমকি পেয়েছেন মুকেশ আম্বানি। গত বছরই মুম্বই পুলিশ বিহার থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে মুকেশ অম্বানী ও তাঁর পরিবারকে খুন করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে।

উদ্ধার লিউইসন শহরে হামলাকারী বন্দুকবাজের দেহ

ওয়াশিংটন, ২৮ অক্টোবর: গত বুধবার উত্তর আমেরিকার মাইনে বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণ হারান ২২ জন। তার পর থেকেই অভিযুক্ত বন্দুকবাজ রবার্ট কার্ডকে ও তার সঙ্গীকে খুঁজতে ওই শহরে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করেছিল মার্কিন পুলিশ। শুক্রবার ওই এলাকারই একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল অভিযুক্ত কার্ডের দেহ। মিলেছে সুইসাইড নোট।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শুক্রবার অভিযুক্ত বন্দুকবাজ রবার্ট কার্ডের দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিশ। তার শরীরে গুলির ক্ষত মিলেছে। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সুইসাইড নোটও। ফলে নিজের গুলিতেই আত্মঘাতী হয়েছে কার্ড বলে অনুমান পুলিশের। তবে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে সেদিনের হামলা বা গুলি চালানোর কোনও উল্লেখ নেই বলে জানা গিয়েছে। নোটটিতে কার্ড নিজের ছেলের কথা লিখেছিল ওই অভিযুক্ত। যে বাড়িতে থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে সেখানেরই একটি গাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছে একটি বন্দুক।

উল্লেখ্য, বোলিং খেলার আসরে বন্দুকবাজের হামলায় ২২ জনের মৃত্যু হয় উত্তর মাইন প্রদেশের লিউইসন শহরে। হামলার পরে পালিয়ে যায় দুই বন্দুকবাজ। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে স্থানীয় পুলিশ। তার পরেই প্রকাশ করা হয় এক বন্দুকবাজের নাম ও ছবি। সেখান থেকেই জানা যায় অভিযুক্ত দুই বন্দুকবাজের মধ্যে একজন হল রাবার্ট কার্ড। জানা যায়, রবার্টের বিশদ পরিচয়। আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষক হিসাবে মার্কিন সেনার বিশেষ বিভাগের কর্মী ছিল এই রবার্ট। তবে চলতি বছরেই মানসিক সমস্যার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেশ কয়েকবার বন্দুক নিয়ে হামলা চালানোর কথাও শোনা গিয়েছিল তার মুখে। তবে মানসিক চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরে সদ্যই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল কার্ড।

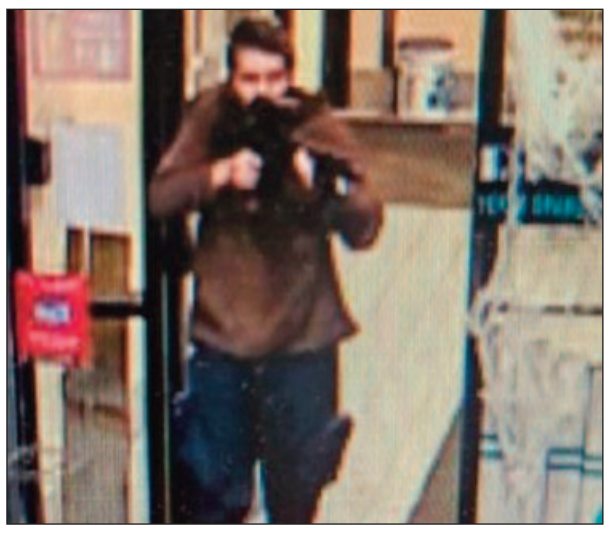

কৃত্রিম প্রজননে গোপনে নিজের শুক্রানু ব্যবহারের অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

ওয়াশিংটন, ২৮ অক্টোবর: কৃত্রিম প্রজননের জন্য নিজের শুক্রাণু গোপনে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল আমেরিকার এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ৩৪ বছর আগে তিনি এমনটা করেছিলেন বলেই অভিযোগ এক মহিলার। ওয়াশিংটনের ওই প্রজনন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন তিনি।

অভিযুক্ত চিকিৎসকের নাম ডেভিড আর ক্লেপুল। ১৯৮৯ সালে তিনি শ্যারন হায়েসের প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যার চিকিৎসা করছিলেন। মহিলার ইচ্ছে ছিল অজানা কোনও দাতার থেকে শুক্রাণু নিয়ে নিজের ডিম্বাণু নিষিক্ত করার। সেইমতো ডেভিড শুক্রাণুর ব্যবস্থাও করেন। জানান শ্যারনের পছন্দমতো চুল ও চোখের মণির রং অনুযায়ীই ব্যক্তির থেকে শুক্রাণু নেওয়া হয়েছে। এবং সেই সময়ের নিরিখে তিনি ১০০ ডলার করে নিতেন প্রতিটি কৃত্রিম প্রজননের জন্য। মেডিক্যালের পড়ুয়াদের থেকেই শুক্রাণু সংগ্রহ করা হয় বলে দাবি ছিল তাঁর।

পুরো বিষয়টি সামনে আসে গত বছর। শ্যারনের ৩৩ বছরের মেয়ে ব্রায়ানা হায়েসের ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছিল। সেই সময়ই তাঁর 'বায়োলজিক্যাল' বাবার পরিচয় সামনে আসে। ব্রায়ানা আবিষ্কার করেন ওই এলাকায় তাঁর অন্তত ১৬ জন 'ভাইবোন' রয়েছে! নিজের বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, এটা একেবারেই অস্তিত্বের সংকট। এর পরই ব্রায়ানার মা আদালতের দ্বারস্থ হন।

গুরুদ্বারে চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে খুন!

চণ্ডীগড়, ২৮ অক্টোবর: গুরুদ্বার থেকে চুরির করার অপরাধে পিটিয়ে খুন করা হল অভিযুক্তকে। পঞ্জাবের মোগা জেলার ঘটনাকে ঘিরে ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই ঘটনার ভিডিও।

ঘটনা দিন দশেক আগের। মৃতের নাম করম সিং। বাড়ি গুরুসর মাডি গ্রামে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১৬ অক্টোবর ওই গ্রামের এক গুরুদ্বারে চুরি করেন করম বলে অভিযোগ। তাঁর কীর্তি ধরে ফেলেন একদল লোক। দেখতে পেয়েই গণপিটুনি দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ছটফট করতে থাকেন তিনি। বিষয়টি চোখে পড়ে স্থানীয়দের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গিয়ে মোগার হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কিন্তু চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে মৃত্যু সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হার মানেন তিনি।পরের দিন অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর এলাকার বাসিন্দারা চাপ দেওয়ায় তড়িঘড়ি করমের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হয় তাঁর পরিবারকে। করমের মৃত্যুর কারণ তখনও তাঁদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। তবে এর পরই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে একটি ভিডিও। সেখান থেকেই পরিবার জানতে পারে, নৃশংস গণপিটুনির কথা। তখনই পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা। ছজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। দেখা যায়, কেউ লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে করমকে, তো কেউ ঘুসি, লাথি মারছে। ভিডিওটি যাতে নেটদুনিয়ায় আর ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্যও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ছজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় উঠে এসেছে আরও ১৬ জনের নাম। তবে গণপিটুনির মতো ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

কাজাখস্তানের খনিতে অগ্নিকাণ্ড, মৃত কমপক্ষে ২৫, শোকপ্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট কাসিম

আস্তানা, ২৮ অক্টোবর: কাজাখস্তানের খনিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ২৫ জন। নিখোঁজ বহু। শনিবার এই দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছে, খনিটির মালিক তথা পশ্চিমের অন্যতম ইস্পাত প্রস্তুতকারক সংস্থা আর্সেলর মিত্তল। দুর্ঘটনার পর এই সংস্থায় বিনিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম জোমার্ট টোকায়েভ।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, যখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে তখন খনিতে কাজ করছিলেন আড়াইশোর কাছাকাছি মানুষ। যার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২৫ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ২০৮ জনকে সেখান থেকে বের করে আনা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি কমপক্ষে ২৩ জনের। আহতদের পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট টোকায়েভ। একই সঙ্গে তিনি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন আর্সেলর মিত্তলে সমস্ত রকম বিনিয়োগ বন্ধ রাখার। এক বিবৃতি জারি করে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংস্থাটি জাতীয়করণ করার জন্য একটি চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আর্সেলর মিত্তলই কাজাখস্তানের সর্ববৃহৎ ইস্পাত প্রস্তুতকারক সংস্থা।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কিউয়িদের হারাল অজিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ ওভারে নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ১৯ রান। বোলিংয়ে সময় বেশি নিয়ে ফেলার শাস্তি হিসেবে বাউন্ডারি সীমানায় অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডার তখন মাত্র ৪ জন। মিচেল স্টার্কের ৫ ওয়াইড আর জিমি নিশাম-ট্রেন্ট বোল্টদের তিনটি ডাবলসে সমীকরণটা নেমে আসে ২ বলে ৭ রানে।

কিন্তু পঞ্চম বলে স্টার্কের কোমর-উচ্চতার ফুল টসে নিশাম না পেরেছেন বড় শট খেলতে, না পেরেছেন ২ রান নিতে। নিশামের রান আউটের পর শেষ বলে ছয়ের হিসাব মেলাতে পারেননি লকি ফার্গুসন। অস্ট্রেলিয়ার ৩৮৮ রান তাড়ায় কিউইদের ইনিংস থামে ৩৮৩ রানে। রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তির ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া জিতে নেয় ৫ রানে।

ধর্মশালায় অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের লড়াইয়ে দুই দল মিলে উঠেছে ৭৭১ রান, যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ। ভেঙে গেছে এবারের আসরেই দিল্লিতে দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ৭৫৪ রানের রেকর্ড।

টানা দুই হারে টুর্নামেন্ট শুরু করা অস্ট্রেলিয়া টানা চার জয় তুলে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলেছে। ছয় ম্যাচ শেষে চার জয়ে ৮ পয়েন্ট নিউজিল্যান্ডেরও।

চার শর কাছাকাছি রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ৩১ বলেই পঞ্চাশ তুলে ফেলেন দুই কিউই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়ং। তবে জশ হ্যাজলউড পরপর দুই ওভারে দুজনকেই তুলে নিলে নিউজিল্যান্ডের রানের গতি কিছুটা স্লথ হয়ে যায়।

নিউজিল্যান্ডকে জয়ের পথে ধরে রাখে রাচিন রবীন্দ্রর ইনিংস। তিনে নামা এই বাঁহাতি প্রথমে ড্যারিল মিচেল, এরপর অধিনায়ক টম ল্যাথামকে নিয়ে দুটি পঞ্চাশোর্ধ রানের জুটি গড়েন। একপ্রান্তে সতীর্থদের আসা,যাওয়া দেখলেও রবীন্দ্র টিকেছিলেন ৪১তম ওভার পর্যন্ত। উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১২৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা এই বাঁহাতি এই দফায় থামেন ১১৬ রানে। প্যাট কামিন্সকে তুলে মারতে গিয়ে বাউন্ডারিতে মারনাস লাবুশেনের ক্যাচ হওয়ার

আগে ৮৯ বলের ইনিংসটিতে মারেন ৯টি চার ও ৫টি ছয়।

রবীন্দ্র আউট হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডকে শেষের রোমাঞ্চে নিয়ে যান নিশাম। রান আউট হওয়ার আগে ৩টি করে চার ও ছয়ে ৩৯ বলে ৫৮ রান করে যান এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসেও ছিল বাউন্ডারি আর রানের ছড়াছড়ি। হাতের চোট সেরে ৪৩ দিন পর ক্রিকেটে ফেরা ট্রাভিস হেড ২৫ বলেই তুলে ফেলেন অর্ধশতক, ৫৯ বলে শতক। আরেক প্রান্তে ডেভিড ওয়ার্নার খেলেন ৬৫ বলে ৮১ রানের ইনিংস। দুই বাঁহাতির ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রথম দশ ওভারে ১১৮ এবং জুটিতে ১৯.১ ওভারে ১৭৫ রান পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

নিউজিল্যান্ড ওয়ার্নার,হেডের 'ঝড় থেকে মুক্তি' পায় গ্লেন ফিলিপসের স্পিনে। খণ্ডকালীন এই অফস্পিনার ম্যাচের ২০ থেকে ৩০তম ওভারের মধ্যে দুই ওপেনারের পাশাপাশি স্টিভেন স্মিথের উইকেটও তুলে নেন। দশ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩ উইকেট নেওয়ার পথে ফিলিপসের খরচ ৩৭ রান, ওভারপ্রতি ৩.৭। নিউজিল্যান্ডের বাকি বোলাররা চল্লিশ ওভার বলে করে দেন ৩৫০ রান, ওভারপ্রতি ৯.৯ রান।

ওয়ার্নারের ৮১ আর হেডের ৬৭ বলে ১০৯ রানের ইনিংস বাদে অস্ট্রেলিয়ার আর কেউ পঞ্চাশে পৌঁছাতে পারেননি। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ রান জশ ইংলিসের। এক সময় অস্ট্রেলিয়ার রান ৪০০ পার হবে মনে হলেও শেষ আট বলের মধ্যে মাত্র ১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেমে যায় ৩৮৮ রানে।

যদিও এই রানটাই শেষ পর্যন্ত জয় এনে দিয়েছে তাদের। ম্যাচসেরা হন প্রায় দেড় মাস পর মাঠে নামা হেড।

ইংল্যান্ডের 'বিশ্বকাপ শেষ', আজ খেলবে 'মর্যাদার' জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে ফেবারিট হিসেবেই খেলতে এসেছিল ইংল্যান্ড। সাবেক ক্রিকেটারদের করা সেমিফাইনালিস্টদের তালিকাতেও ওপরের দিকে ছিল ইংল্যান্ডের নাম। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরু হতেই বদলে গেল দৃশ্যপট। এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে ৪টিতেই হেরেছে জস বাটলারের দল। একমাত্র জয়টি তারা পেয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। কাগজে,কলমে এখনো বিশ্বকাপ শেষ না হলেও ইংল্যান্ড কোচ ম্যাথিউ মট বলেছেন, তাঁদের বিশ্বকাপ শেষ। যে কারণে এখন বাকি ম্যাচগুলোতে নিজেদের সম্মান রক্ষার্থেই খেলবেন তাঁরা।

আজ বিরাটদের সামনে লড়াই করবে রুটরা। এই ম্যাচও আক্ষরিক অর্থে নিয়মরক্ষার ম্যাচ। রবিবাসরীয় ম্যাচে বিরাটরা জিতলে সেমি ফাইনালে পৌঁছে যাবে। আর ইংল্যান্ড জিতলে তা শুধুমাত্র পয়েন্ট তালিকা হেরফের ছাড়া কিছু থাকবে না।

ইংল্যান্ড সর্বশেষ হেরেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এই ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৫৬ রানে গুটিয়ে যায় ইংলিশরা। মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় লঙ্কানরা। এ হারের পর নিজের হতাশা গোপন করতে পারেননি ইংলিশ কোচ মট।

নিজেদের বিশ্বকাপ ধরে রাখার স্বপ্ন শেষ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'এটা (সেমিফাইনালের সম্ভাবনা) এখন শেষ। আমি গণিতবিদ নই। কিন্তু আমাদের নেট রান রেট (খারাপ)। আর অনেকগুলো দল একে অপরের

বিশ্বকাপে মুখোমুখি

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

মুখোমুখি- ৮

ভারত জয়ী- ৩	ইংল্যান্ড- ৪

সাল	জয়ী	ব্যবধান
২০১৯	ইংল্যান্ড	৩১ রানে
২০১১	ইংল্যান্ড/ভারত	ড্র
২০০৩	ভারত	৮২ রানে
১৯৯৯	ভারত	৩৬ রানে
১৯৯২	ইংল্যান্ড	৯ রানে
১৯৮৭	ইংল্যান্ড	৩৫ রানে
১৯৮৩	ভারত	৬ উইকেটে
১৯৭৫	ইংল্যান্ড	২০২ রানে

বিপক্ষে খেলবে। সেসব বিবেচনায় নিয়ে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা এখন থেকে নিজেদের মর্যাদার জন্য খেলব।'

বিশ্বকাপে নিজেদের পারফরম্যান্স দিয়ে সবাইকে হতাশ করেছেন জানিয়ে ইংলিশ কোচ আরও বলেছেন, 'আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। আমরা অনুভব করছি আমরা আমাদের ভক্ত, পরিবার এবং ড্রেসিংরুমের সবাইকে হতাশ করেছি। আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারিনি। পেশাদার ক্রিকেটে এটা দিয়েই আপনাকে বিচার করা হয়।'

এই হারের ধাক্কা কাটিয়ে ফিরে আসার প্রত্যয়ের কথাও এ সময় বলেছেন মট, 'আমাদের এটা ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমি এমন দলের সঙ্গে ছিলাম, যারা জিতেছে এবং এমন দলের সঙ্গেও ছিলাম যারা হেরেছে। কিন্তু এই ধরনের হার যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু এর থেকে ভালো কিছুও আসা উচিত।'

এর আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারের পর ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার বলেছেন, 'এটা অনেক কঠিন এবং খুব বাজেভাবে হতাশার একটি টুর্নামেন্ট। এরপর ১০ দলের বিশ্বকাপে পয়েন্ট টেবিলের ৯,এ নেমে যাওয়া ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপে আর কোনো আশা শেষ কি না, জানতে চাইলে ইংলিশ অধিনায়কের উত্তর, 'তেমনটাই তো মনে হচ্ছে।'

৮৭ রানে হার শাকিবদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে জিততে ভুলে গিয়েছে বাংলাদেশ। এ বার ইডেন গার্ডেন্সে নেদারল্যান্ডসের কাছেও হারতে হল শাকিব আল হাসানদের। প্রথমে ব্যাট করে ২২৯ রান করেছিল নেদারল্যান্ডস। সেই রান তাড়া করতে গিয়ে হিমশিম খেলেন বাংলাদেশের ব্যাটারেরা। পুরো ব্যাটিং আক্রমণ ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত ৮৭ রানে হারতে হল শাকিবদের।

বিশ্বকাপে কলকাতার ইডেনে এই প্রথম ম্যাচ হচ্ছে। সেখানে দেখা গেল, পুরো ম্যাচ জুড়েই সাহায্য পেলেন বোলারেরা। অর্থাৎ, বিশ্বকাপের অন্যান্য ম্যাচে যেমন ব্যাটারদের দাপট দেখা যাচ্ছে, তেমনটা দেখা যাবে না এই মাঠে। বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের বোলারেরা সাহায্য পেলেন। মূল লড়াই হল ব্যাটারদের। সেখানেই শাকিবদের টেক্কা দিলেন নেদারল্যান্ডসের ব্যাটারেরা।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে

নেদারল্যান্ডস। শুরুটা ভাল হয়নি তাদের। ৩ ওভারের মধ্যেই দুই ওপেনার আউট হয়ে যান। দলের হার ধরেন ওয়েসলি বারেসি। তাঁকে সঙ্গ দেন অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। দু'জনে মিলে দলের রান টেনে নিয়ে যান। ৪১ করে আউট হন বারেসি।

মাঝের ওভারে পর পর উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় নেদারল্যান্ডস। একটা সময় দেখে মনে হচ্ছিল ২০০ করতেই সমস্যায় পড়বে তারা। ঠিক তখনই আবার অধিনায়কের ইনিংস করেন এডওয়ার্ডস। তাঁকে সঙ্গে দেন সাইব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট। এডওয়ার্ডস আরও একটি অর্ধশতরান করেন। ৬৮ রান করে আউট হন তিনি। এঙ্গেলব্রেখট করেন ৩৫ রান।

শেষ ওভারে কয়েকটি বড় শট মারেন লোগান ভ্যান বিক। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ২২৯ রান করে নেদারল্যান্ডস। বাংলাদেশের হয়ে শরিফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান ও মাহেদি হাসান ২টি করে উইকেট নেন। ১ উইকেট নেন শাকিব।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
দঃ আফ্রিকা	৬	৫	১	১০
ভারত	৫	৫	০	১০
নিউ জিল্যান্ড	৬	৪	২	৮
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	৬
শ্রীলঙ্কা	৫	২	৩	৪
পাকিস্তান	৬	২	৪	৪
আফগানিস্তান	৫	২	৩	৪
নেদারল্যান্ডস	৬	২	৪	২
বাংলাদেশ	৬	১	৫	২
ইংল্যান্ড	৫	১	৪	২

মুস্তাক আলি ট্রফিতে এগারো উইকেট সচিন-পুত্র অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সফল সচিন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর। ২৪ বছরের তরুণ অলরাউন্ডার ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন গোয়ার হয়ে। ব্যাটে, বলে সেই রাজ্যের হয়ে অবদান রাখলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএল খেলা অর্জুন।

সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্জুন ৩৬ বলে ৪৭ রান করেন। তাঁর দাপটে ১৬১ রান তোলে গোয়া। অর্জুন তিনটি ছক্কা এবং দু'টি বাউন্ডারি মারেন। ওই ম্যাচে তিন ওভার বল করে একটি উইকেটও নেন বাঁহাতি মিডিয়াম পেসার। এ বারের মুস্তাক আলিতে ১১টি উইকেট নিয়েছেন

তিনি। গোটা প্রতিযোগিতায় মাত্র তিনটি ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। খেলেন ৪৫টি বল। ব্যাট হাতে তিনি করেন ৬৫ রান। স্ট্রাইক রেট ১৪৪.৪৪।

মুস্তাক আলি ট্রফিতে গোয়া সাতটি ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জিতেছে। গ্রুপ সি-তে চতুর্থ স্থানে শেষ করে তারা। ফলে নক আউট পর্বে উঠতে পারেনি অর্জুনের দল। তাই সচিন-পুত্র এখন অপেক্ষায় বিজয় হজারে ট্রফির জন্য। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ঘরোয়া এক দিনের প্রতিযোগিতা। মুস্তাক আলির ফাইনাল ৬ নভেম্বর।

মুস্তাক আলির মাঝেই আইপিএলের দামামা বেজে গিয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর দুবাইয়ে হবে আইপিএলের নিলাম। তার আগে অর্জুনকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ধরে রাখে কি না সেই দিকেও নজর রাখবে সমর্থকেরা।

বিশ্বকাপে বিরাট খাদ্যতালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত এক বিশ্বকাপ কাটিয়েছেন বিরাট কোহলি। বর্তমানে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় দুই নম্বরে আছেন ভারতীয় এই ব্যাটসম্যান। ৫ ম্যাচে ১১৮ গড়ে করেছেন ৩৫৪ রান। যেখানে ১টি শতকের সঙ্গে আছে ৩টি অর্ধশত রানের ইনিংসও। তাঁর চেয়ে বেশি রান করেছেন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার কুইন্টন ডি কক। ৬ ম্যাচে তাঁর রান ৭১.৮৩ গড়ে ৪৩১। ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে থাকা কোহলি ফিল্ডিংয়েও অনেকের চেয়ে এগিয়ে আছেন।

কদিন আগে আইসিসি প্রকাশিত বিশ্বকাপের সেরা ফিল্ডারদের রেটিং তালিকাতে সবার ওপরে ছিল কোহলির নাম। তাঁর এমন সাফল্যের পেছনে অনুশীলনে ঘাম ঝরানো তো রয়েছেই, ভূমিকা আছে তাঁর পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসেরও।

বিশ্বকাপে খেলার জন্য যেসব হোটেলে কোহলি অবস্থান করছেন, সেখানকার এক পাচক কোহলির খাদ্যতালিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে আলাপে লিলা প্যালেসের নির্বাহী পাচক আংশুমান বালি জানিয়েছেন, হোটেলে অবস্থানকালে

কোহলি কোনো মাংস-জাতীয় খাবার খাননি।

হোটেলটিতে থাকাকালে কোহলি মূলত ভাপে তৈরি খাবারই বেশি বেছে নিয়েছেন। যেমন ভেজিটেরিয়ান ডিম সাম (সবজির পুর দেওয়া একধরনের খাবার), প্রোটিনসমৃদ্ধ সবজি যেমন সয়া, মক মিট (মাংসের বিকল্প হিসেবে তৈরি সবজি) এবং তৌফোর (সয়া দুধকে জমিয়ে তৈরি করা একধরনের খাবার) মতো চর্বিহীন প্রোটিন। আংশুমান জানান, কোহলি তাঁর খাদ্যতালিকায় দুগ্ধযুক্ত খাবার খুবই কম রেখেছেন।

বিশ্বকাপে ভারত পরের ম্যাচ খেলবে ২৯ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে লক্ষ্ণৌতে।

মুম্বইয়ের মাঠেই ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ ভারতীয় মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পর পর দু'টি বড় দলের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে হবে ভারতের মেয়েদের। প্রথমে ইংল্যান্ড আর তার পরেই অস্ট্রেলিয়া। হরমনপ্রীত কৌরের দলের সব ম্যাচ হবে মুম্বইয়ের দু'টি স্টেডিয়ামে। ভারতীয় বোর্ডের তরফে জানান হল সূচি।

ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মিলিয়ে হবে সিরিজগুলি। শুরু হবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দিয়ে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬ ডিসেম্বর থেকে খেলবে ভারতের মেয়েরা। তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে তারা। সব ক'টি ম্যাচ হবে ওয়াংখেড়েতে। ৬, ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর হবে ম্যাচগুলি। টেস্ট হবে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে। ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে চার দিনের টেস্ট। ইংল্যান্ডের পর ভারতে খেলতে আসবে অস্ট্রেলিয়া। ওয়াংখেড়েতে প্রথম একটি টেস্ট খেলবে তারা।

২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে সেই ম্যাচ। ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু এক দিনের সিরিজ। তিনটি ম্যাচই হবে ওয়াংখেড়েতে।

৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সেই তিনটি ম্যাচ হবে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ বলেন, 'ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল ভারতের বিরুদ্ধে পর পর সিরিজ খেলবে। দু'টি টেস্ট, ছ'টি টি-টোয়েন্টি এবং তিনটি এক দিনের ম্যাচ হবে। ভারত এ মহিলা দলও খেলবে। সব ম্যাচই হবে মুম্বইয়ে।দ এশিয়ান গেমস জয়ের পর ভারতের মেয়েরা এই প্রথম বার খেলতে নামবে।

পাকিস্তানের হারে আম্পায়ারের ভুল দেখছেন মঈন, মিসবাহরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভাগ্য পাকিস্তানের সঙ্গী হলো না! চেন্নাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১ উইকেটে হেরে যাওয়া ম্যাচে জিততেও পারত পাকিস্তান। ইংলিশ আম্পায়ার অ্যালেক্স হোয়ার্ফ হারিস রউফের বলে তাব্রেইজ শামসিকে এলবিডব্লিউতে আউট দিলেই সেটি সম্ভব হতো। আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় আম্পায়ার্স কলের সুবিধা নিয়ে বেঁচে যান শামসি।

পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম অবশ্য এটাকে খেলার অংশ মনে করছেন। তবে পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মঈন খান বলছেন, ভুলটা আম্পায়ারই করেছেন। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মিসবাহ-উল-হক প্রশ্ন তুলেছেন আম্পায়ার্স কলের নিয়ম নিয়েই।

প্রোটিয়া ইনিংসের ৪৬তম ওভারে হারিসের শেষ বলটি শামসির প্যাডে লেগেছিল। পাকিস্তান এলবিডব্লিউর আবেদন করলে সাড়া দেননি ইংলিশ আম্পায়ার হোয়ার্ফ।

পাকিস্তান রিভিউ নেওয়ার

পর বল ট্র্যাকিং দেখায়, রউফের ইন সুইং লেগ স্টাম্প ছুঁয়ে গেলেও সেটি মাঠের সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আম্পায়ার্স কলে বেঁচে যান শামসি, শেষ পর্যন্ত ম্যাচও জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের পক্ষে আসলে ২৭০ রানের পুঁজি নিয়ে তখনই ৭ রানে ম্যাচ জিতে যেত বাবর আজমের দল।

যা নিয়ে এ স্পোর্টসের 'প্যাভিলিয়ন' নামক অনুষ্ঠানে মঈন বলেছেন, 'আমার মতে ভুলটা আম্পায়ারের। তার আউট দেওয়া উচিত ছিল। যখন বল লেগেছিল, লেগ স্টাম্প দেখা যাচ্ছিল। স্পষ্টভাবেই এটা আউট ছিল। এরপর রিভিউ নিলে, যা হওয়ার হতো।'

মিসবাহ বলছেন, ' সাধারণত এই বিশ্বকাপে এই ধরনের আউট আম্পায়ার দিচ্ছে। আম্পায়ার্স কল অনেক বড় একটা বিষয়। এটার সমাধান করতে হবে।'

ছয় ম্যাচ শেষে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পাকিস্তান এখন ১০ দলের মধ্যে ৬ নম্বরে। পরের তিন ম্যাচে জিতলেও শেষ চারে থাকার নিশ্চয়তা নেই তাদের। পাকিস্তানের পরের ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩১ অক্টোবর, কলকাতায়।

খুবই বাজে আম্পায়ারিং এবং বাজে নিয়মই হারিয়েছে পাকিস্তানকে, বললেন হরভজন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ইতিহাসে এই প্রথম টানা চার ম্যাচ হেরেছে পাকিস্তান। সেটাও এসেছে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হৃদয়ভাঙা ১ উইকেটের হারে। এমনিতে ছন্দহীন সময় কাটছে পাকিস্তানের। কিন্তু গতকালের হারের দায় সেভাবে কেউ বাবর আজম-শাদাব খানদের দিচ্ছেন না। অনেকেই মনে করছেন, ইংলিশ আম্পায়ার অ্যালেক্স ওয়ার্ফের একটি সিদ্ধান্তই হারিয়েছে পাকিস্তানকে।

পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা তো ওয়ার্ফের সমালোচনা করছেনই, এবার যোগ দিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। হরভজন সিং ও ইরফান পাঠান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, চেন্নাইয়ে পাকিস্তান হেরেছে মূলত ওয়ার্ফের সিদ্ধান্তের কারণেই।

ইংলিশ আম্পায়ারের ওই সিদ্ধান্তকে ভুল বলার উপায় নেই। রান তাড়ায় নামা প্রোটিয়া ইনিংসের ৪৬তম ওভারে হারিস রউফের শেষ বলটি তাব্রেইজ শামসির প্যাডে লেগেছিল। পাকিস্তান এলবিডব্লুর আবেদন করলে সাড়া দেননি ওয়ার্ফ।

দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ উইকেট জুটি হওয়ায় মরিয়া পাকিস্তান রিভিউ নেয়। বল ট্র্যাকিং দেখায়, রউফের ইনসুইং লেগ স্টাম্প ছুঁয়ে গেলেও সেটি মাঠের সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আম্পায়ার্স কলে বেঁচে যান শামসি, শেষ পর্যন্ত ম্যাচও জেতে তাঁর দল।

এ নিয়ে টুইটারে (বর্তমানে এক্স) ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন লিখেছেন, 'বাজে আম্পায়ারিং এবং বাজে নিয়মের মূল্য দিয়েছে পাকিস্তান। আইসিসির উচিত এই নিয়ম পরিবর্তন করা। বল যদি

স্টাম্পে লাগে, তাহলেই আউট। তা সেটা আম্পায়ার দেন আর না,ই দেন। এটাই হওয়া উচিত, আর না হলে প্রযুক্তি কেন?'

ভারতের সাবেক পেসার ইরফান পাঠান বলেছেন, 'দুটি সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে গেছে। ওয়াইড আর এলবিডব্লু। এই বিশ্বকাপের নিখুঁত একটি ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা ভাগ্যের ছোঁয়া পেয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।'

হরভজনকে অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ মনে করিয়ে দিয়েছেন, আম্পায়ার্স কলের জন্যই রেসি ফন ডার ডুসেন কাল আউট হয়েছিলেন, 'ভাজ্জি, আম্পায়ার্স কল নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত। রেসি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা দলেরও একই অনুভূতি হতে পারে।'

কাল ম্যাচ শেষে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাবর আজমকেও। পাকিস্তান অধিনায়ক অবশ্য বিতর্কে যেতে চাননি, 'ডিআরএস খেলারই অংশ। তবে ওটা যদি (আম্পায়ার) আউট দিতেন, সেটা আমাদের পক্ষে যেত। আম্পায়ার্স কল যেটা হয়ে গেছে, সেটা খেলারই অংশ।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**